إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শাফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরবসম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪১শ বর্ষ। ৭ম সংখ্যা

১৯শে জিলহজ্জ, ১৪০৭ হিঃ ।। ২৯শে শ্রাবণ ১৩৯৪ বাংলা ।। ১৫ই আগষ্ট ১৯৮৭ইং ।।

বার্ষিক চাঁদাঃ বাংলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা।। অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'   ১৫ই আগষ্ট ১৯৮৭   ৪১ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
* কুরআনের তরজমা ও তফসীর :	মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক	১
* হাদীস শরীফ : মুসলমানের সংজ্ঞা	অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক	৪
* অমৃতবাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : নাজির আহমদ ভূঁইয়া	৫
* জুমু'আর খোৎবা :	হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া	৭
* জুমু'আর খোৎবার (সারসংক্ষেপ) :	হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	২২
* খতমে নবুওয়াত ও আহ্‌মদীয়া জামা'ত : একটি চ্যালেঞ্জের জবাব :	নাজির আহ্‌মদ ভূঁইয়া	২৬
* বিশ্বগ্রাসী অবক্ষয় ও প্রতিকার :	জনাব মোঃ মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ন্যাশনাল আমীর, বাঃ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	২৯
* একটি প্রশ্নের উত্তর :	মাওলানা সালেহ আহ্‌মদ	৩১
* ছোটদের পাতা :	উপস্থাপনায়—জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	৩৩
* সংবাদ :		৩৪

আখবারে আহমদীয়া

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে লণ্ডনে কুশলে আছেন। আলহামদুলিল্লাহ্‌!

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী হুযূরের সুস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ুর জন্য এবং গালবায়ে-ইসলামের লক্ষ্যে আল্লাহতা'লা যেন তাঁহার সকল পদক্ষেপে তাঁহাকে সাফল্যমণ্ডিত ও সর্বতোভাবে বিজয়ী করেন তজ্জন্য নিয়মিত সকাতর দো'আ জারী রাখিবেন।

ভুল সংশোধন

গত সংখ্যায় 'পক্ষিক আহ্‌মদীর' "ইসলামে ভ্রাতৃত্ব ও এতায়াত" শিরোনামের প্রবন্ধটিতে যে কয়েকটি আরবী শব্দ ভুল ছাপা হয়েছে তার শুদ্ধি পত্র নিম্নে দেওয়া গেল।

		অশুদ্ধ					শুদ্ধ
২৮।	পৃষ্ঠায়	النّمع	লেখা	হয়েছে	তা	হবে	السمع
,,	,,	أنكة	,,	,,	,,	,,	أطة
২৯।	,,	واوالى الامر فكم	,,	,,	,,	,,	اولى الامر منكم
,,	,,	عصاى	,,	,,	,,	,,	عصى
,,		سلم باتوب جرب طا عة الا ميّر	,,	,,	,,	,,	مسلم-باب وجوب طاعة الاميّر

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৪১শ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

১৫ই আগষ্ট ১৯৮৭ইং : ১৫ই জহুর ১৩৬৬ হিঃ শামসী : ২৯শে শ্রাবণ ১৩৯৪ বাংলা

কুরআনের তরজমা ও তফসীর

সূরা বাকারার ২১৫ আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা ইরশাদ করিয়াছেন :

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة
ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ط
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى
يقول الرسول والذين آمنوا معه
متى نصر الله ط ألا إن نصر الله قريب ۝
(سورة البقرة آية ٢١٥)

তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে অথচ তোমাদের উপর এখনও তাহাদের (কষ্টের) অবস্থা আসে নাই যাহারা তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে ? অভাব অনটন দুঃখ কষ্ট তাহাদিগকে ভীত-কম্পিত করিয়াছিল এমনকি রাসূল এবং যাহারা তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছিল তাহারা বলিয়া উঠিয়াছিল, 'আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসিবে' ? শুন! আল্লাহ্‌র সাহায্য নিশ্চয় নিকটবর্তী ।

আভিধানিক বিশ্লেষণ : مستهم : مس الشيء সে বস্তুকে মধ্যবর্তী প্রতিবন্ধকতা ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করিল, নিপীড়ত করিল (আকরাব) ; بأساء : الشدة —কাঠিন্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ, পরিশ্রম এবং শারিরীক কষ্ট ; ضراء : শারিরীক ও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি অভাব (মুনজিদ) ; متى : সময় সম্বন্ধে প্রশ্নবোধক শব্দ (মুনজিদ). কারণ দর্শানোর জন্যও 'হু' শব্দটি ব্যবহৃত হয় (মুগান্নি) ।

তফসীর : আল্লাহ্‌তা'লা মানুষকে নিজ প্রকৃতি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যেমন তিনি ইরশাদ করিয়াছেন فطرت الله التى فطر الناس عليها অর্থাৎ আল্লাহ্‌ মানুষকে নিজ ফিতরাত—প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করিয়াছেন। বাইবেলেও মনুষ্য জন্ম-বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, 'পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তি আমাদের সাদৃশ্যে মানুষ্য নির্মাণ করি, (আদি পুস্তক ১ :—২৬)। لطيف—অতীব সূক্ষ্ম, باطن—অতীব গুপ্ত, قدير— অসীম শক্তিশালী হওয়া ও আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলী ও প্রকৃতির অন্তর্গত ; সুতরাং কুরআন

ও বাইবেলের উক্ত উদ্ধৃতিদ্বয় অনুযায়ী আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, আল্লহ্‌তা'লা মানুষকে অতি সূক্ষ্ম, অতি গুপ্ত এবং অসীম ও বিস্ময়কর শক্তি এবং গুণাবলী দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষ তাহার এই সব সূক্ষ্ম, গুপ্ত এবং অসীম ও বিস্ময়কর শক্তি এবং গুণাবলী সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া সে নিজেও অবাক বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়ে। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া বহু আবর্তন বিবর্তনের ভিতর দিয়া ঘাত-প্রতিঘাত খাইয়া মানুষ উন্নতির পর উন্নতির সোপান অতিক্রম করিয়া আসিতেছে। এখন যমীনের মানুষ আকাশে উড়িতেছে। সে চন্দ্রে পাড়ি দিয়াছে এবং গ্রহ নক্ষত্রে পাড়ি দেওয়ার জন্য মহাকাশে কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল গবেষণা চালাইতেছে ; কিন্তু এখনও বলা যায় না যে সে উন্নতি ও উৎকর্ষের চূড়ান্ত শিখরে উপনীত হইয়াছে, এবং উহার পর উন্নতির আর কোন পথ বাকি নাই। বস্তুতঃ নিজ গণ্ডির মধ্যে তাহার শক্তিও সীমাহীন এবং উন্নতির ধারাও অপার। মানুষকে এই অসীম শক্তি দেওয়ার পিছনে মহা হিকমত নিহিত রহিয়াছে। হিকমত এই, যেন সে অসীম শক্তির অধিকারী স্রষ্টার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে। বিস্ময়কর গুণাবলী তাহাকে এই জন্য প্রদান করা হইয়াছে যেন সে বিস্ময়কর গুণাবলীর আধারের গুণে গুণান্বিত হইতে পারে, যাহা তাহার জন্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। অসীম শক্তি না থাকিলে অসীম স্রষ্টাকে পাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইতনা, কারণ সৃষ্টি এবং স্রষ্টার মধ্যে এইরূপ যোগসূত্র বিদ্যমানই অপরিহার্য।

আমরা পুনরায় আসল বিষয়ের দিকে আসিতেছি। মানুষের উন্নতির ও উৎকর্ষের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই বহণ করিয়া আনিতেছে যে, তাহার উন্নতি ও উৎকর্ষের গোড়াতে রহিয়াছে অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাত এবং বাধা-বিঘ্ন। যখনই তাহার কাম্য বস্তুর পথে আঘাত হানা হইয়াছে এবং তাহার পথ রুদ্ধ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন করা হইয়াছে, তখনই সে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যাপৃত হইয়াছে এবং গবেষণা ক্ষেত্রে উদ্দীপনা সহকারে ধাবিত হইয়াছে ; ফলে সে উন্নতির নূতন নূতন পথের সন্ধান লাভ করিয়াছে এবং গভীর অন্ধকারের পশ্চাতেও আশার আলোকচ্ছটা লক্ষ্য করিয়াছে। বুঝা গেল, বস্তুতঃ ঘাত-প্রতিঘাত এবং বাধা-বিঘ্নই হইতেছে তাহার উন্নতি ও উৎকর্ষের কারণ ; এবং বিপদ-আপদ ও অশান্তির মাঝেই নিহিত রহিয়াছে তাহার সুখ-শান্তির রহস্য।

মানুষের জাগতিক জীবনের ন্যায় তাহার আধ্যাত্মিক জীবনেরও উন্নতি এবং উৎকর্ষের রহস্য নিহিত রহিয়াছে নানা ঘাত-প্রতিঘাত, বাধা-বিঘ্ন এবং বিপদ-আপদের মধ্যে। বস্তুতঃ মানুষের প্রকৃতির প্রচ্ছদপটে বাতেন, লতীফ এবং কাদীর আল্লাহ্‌র দেওয়া গুপ্ত ও সুপ্ত গুণাবলী এবং অসীম ও বিস্ময়কর শক্তি সমূহ এমনভাবে লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে যেভাবে প্রস্তরে অগ্নি লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে। প্রস্তরে আঘাত করিলে উহার গুপ্ত ও সুপ্ত অগ্নি স্ফুলিঙ্গের আকারে প্রজ্জলিত হয় ; আঘাত না লাগিলে প্রস্তরে লুক্কায়িত অগ্নি কখনও আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে না। আল্লাহ্‌র পথেও ঘাত-প্রতিঘাত, বাধা-বিঘ্ন এবং বিপদ-আপদ ও পরীক্ষার ফলেই মুমিনের প্রকৃতি-পটে লুক্কায়িত শক্তি ও গুণাবলী প্রস্তরে লুক্কায়িত অগ্নিশিখার ন্যায়

আত্মপ্রকাশ করে। স্বর্ণ যেভাবে আগুনে পোড়াইলে খাঁটি হইয়া সকল উজ্জলতা ও সৌন্দর্য সহকারে অগ্নিকুণ্ড হইতে বহির্গত হয়, সেইভাবেই মুমিনও শত্রুর শত্রুতা ও বিরোধিতার অগ্নিকুণ্ডে পড়িলে সে উহা হইতে খাঁটি ও নিষ্কলুষ হইয়া সকল উজ্জলতা ও সৌন্দর্য সহকারে আত্মপ্রকাশ করে।

অতএব, আত্মার মরিচা দূর করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য আল্লাহ্‌র পথে ঘাত-প্রতিঘাত ও বাধা-বিঘ্ন এবং বিপদ-আপদের অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া অনিবার্য। ইহা ব্যতিরেকে মুমিন কখনও উন্নতি এবং পুরস্কারের অধিকারী হইতে পারে না। তাই আল্লাহতা'লা উপরোক্ত আয়াত ছাড়াও কুরআন মজীদের কতিপয় স্থানে মুমিনের জন্য পরীক্ষা অনিবার্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পরীক্ষার ক্ষেত্রে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্‌তা'লা কোন মানুষকে তাহার সাধ্যাতীত বোঝা অর্পণ করেন না যেমন তিনি ইরশাদ করিয়াছেন لا يكلف الله نفسا الا وسعها অর্থাৎ আল্লাহ্‌ কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত বোঝা অর্পণ করেন না। সাধারণ মুমিনের পরীক্ষা অপেক্ষা কামিল মুমিনের পরীক্ষা কঠিনতর হয় এবং কামিল মুমিনের পরীক্ষা অপেক্ষা ওলীউল্লাহ্‌র পরীক্ষা আরও কঠিন হয় এবং ওলীউল্লাহ্‌র পরীক্ষা অপেক্ষা নবী-রাসূলদের পরীক্ষা সর্বাধিক কঠিন হয়। তাহাদের উপর এমন এমন কঠিন বিপদও আসিয়াছে যে, উহা শুনিয়া আমাদের শরীর শিহরিয়া উঠে; কিন্তু তাহাদের ইতিহাস ডংকা বাজাইয়া এই সাক্ষ্য দান করিতেছে যে, কঠিন হইতে কঠিনতর বিপদে এবং অগ্নি পরীক্ষায়ও ঈমান-আমলের ব্যাপারে তাহাদের চুল পরিমাণও পদস্খলন ঘটে নাই এবং আল্লাহ্‌র রহমত হইতে এক নিমিষের জন্যও তাঁহারা নিরাশ হন নাই। যেমনভাবে কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন যে, মুমিন আল্লাহ্‌র রহমত হইতে কখনও নিরাশ হয় না। তাঁহারা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াও আল্লাহ্‌কেই ডাকিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র রহমতেই তাঁহারা অলৌকিকভাবে রক্ষা পাইয়াছেন; জীবন্ত অবস্থায় মাছের পেটে যাইয়াও 'লা ইলাহা ইল্লা-আন্‌তা'···(তুমি ভিন্ন কোন মা'বূদ নাই, তুমি পবিত্র আমিই যালিম ছিলাম) বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র রহমতে মাছের পেট হইতে জীবন্ত অবস্থায়ই রক্ষা পাইয়াছেন; ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াও 'এলী এলী লেমা সাবাক্‌তানী (হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু! তুমি কেন আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছ?) বলিয়া কাতর প্রার্থনা করিয়াছেন এবং তাঁহারই রহমতে অলৌকিক ভাবে ক্রুশ হইতে জীবন্ত অবস্থায় রক্ষা পাইয়াছেন; মৃত্যুর গুহায় যাইয়াও 'লাতাহ্‌যান ইন্নাল্লাহা মা'আনা' উচ্চারণ করিয়াছেন এবং কেবল নিজেই আল্লাহ্‌র রহমতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন না পরন্তু সঙ্গীকেও রহমতের আশ্বাস দান করিয়াছেন এবং উহা হইতে তাঁহারই রহমতে অলৌকিক ভাবে রক্ষা পাইয়াছেন।

আল্লাহ্‌র পথে পরীক্ষা প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ আঃ ইরশাদ করিয়াছেন: অতএব বিপদ দেখিলে তোমরা আরও সম্মুখে অগ্রসর হইবে এবং নিশ্চয় জানিবে যে, ইহাই তোমাদের উন্নতির পন্থা।' (কিশ্‌তীয়ে নূহ্‌)

হুযূর আকদাস (আঃ) আরও বলিয়াছেন:

(অবশিষ্টাংশ ৪-এর পাতায় দেখুন)

হাদিস শরীফ

মুসলমানের সংজ্ঞা

১। হযরত তারিক বিন উশায়ম রাঃ রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে ইহা বলিতে শুনিয়াছি, 'যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, এবং আল্লাহ্ ছাড়া যাহার ইবাদত করা হয় উহাকে সে অস্বীকার করে, তাহার মাল ও তাহার রক্ত (অন্যের উপর) হারাম হইয়া যায় অর্থাৎ ঐ গুলিকে সম্মান দান করা হয় এবং আইনগত নিরাপত্তা দান করা হয় ; তাহার অন্যান্য হিসাব আল্লাহ্র দায়িত্বে থাকে।' (মুসলিম কিতাবুল ঈমান)

২। হযরত আনাস বিন মালিক রাঃ রেওয়ায়েত করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের নামযের ন্যায় নামায পড়ে এবং আমাদের কিব্‌লার দিকে মুখ করে এবং আমাদের যবাহ্ করা পশুর মাংস খায় সে মুসলমান, যাহার হিফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ্র এবং তাঁহার রাসূলের উপর রহিয়াছে। সুতরাং তোমরা অল্লাহ্র সঙ্গে তাঁহার দায়িত্বে বিশ্বাসঘাতকতা করিও না। (বুখারী : কিতাবুস সালাত)

অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক (সদর মুরুব্বী)

(তরজমাতুল কুরআন শরীফের অবশিষ্টাংশ) ৩-এর পাতার পর

'ইহা কোন অবান্তর কথা নহে যখন হইতে নবুওয়াতের সিলসিলা জারী হইয়াছে এই নিয়মই বলবৎ হইয়া আসিতেছে। পূর্বে অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়, যাহাতে কাঁচা ও পাকা সূতার মধ্যে প্রভেদ করা হয়, এবং মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পরিস্কার পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এই জন্য আল্লাহ্তা'লা ইরশাদ করিয়াছেন احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون অর্থাৎ এই সকল লোক কি ধারণা করিয়া লইয়াছে যে তাহারা এতটুকু বলাতেই অবশ্যই মুক্তি পাইবে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি', এবং তাহাদের কোন পরীক্ষা হইবে না ? ইহা কখনও হইতে পারে না। দুনিয়াতেও পরীক্ষা এবং ঘাত-প্রতিঘাতের নিয়ম বলবৎ রহিয়াছে ; এবং যেস্থলে পার্থিব নিয়ম নীতির মধ্যে ইহার প্রকাশ্য দৃষ্টান্ত আছে তাহা হইলে রূহানী জগতে ইহা কেন হইবে না ? ঘাত-প্রতিঘাত ব্যতিরেকে প্রকৃত তত্ব প্রকাশিত হয় না। জনৈক ব্যক্তি কত উত্তম কথাই না বলিয়াছেন,

هر بلا کیں قوم را دادہ اند—زیر آں گنج نہادہ اند

যখন কোন জাতির উপর পরীক্ষা ও বিপদের সময় আসে তখন খোদা'লার পক্ষ হইতে ইহার নিম্নদেশে পুরস্কারের এক মহা ভাণ্ডার লুক্কায়িত থাকে। (মালফূজাত ৪র্থ খণ্ড ২৯ পৃঃ)

তরজমা ও তফসীর : আবদুল আযীয সাদেক, সদর মুরুব্বী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

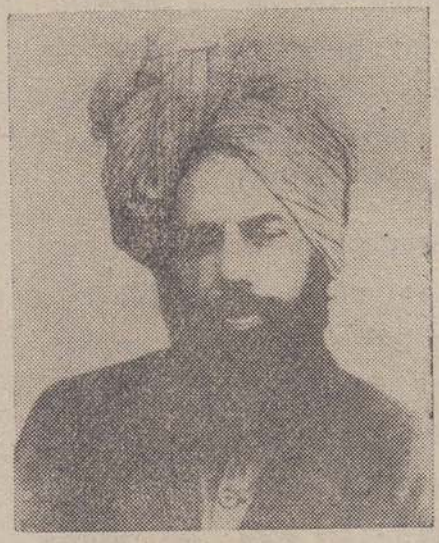

"হে আমার আহ্‌মদ! তুমি আমার কাম্য এবং তুমি আমার সঙ্গে রহিয়াছ। তোমার গুঢ়তত্ত্ব আমার গুঢ় তত্ত্ব! তোমার মহিমা অদ্ভুত এবং পুরস্কার সমাগত! আমি তোমাকে জ্যোতির্ময় করিয়াছি এবং আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি। তোমার উপর এইরূপ একটি যুগ আসিবে, যেরূপ যুগ মুসার উপর আসিয়াছিল। তুমি ঐ সকল লোক সম্বন্ধে আমার নিকট সুপারিশ করিও না, যাহারা যালিম। কেননা তাহাদিগকে নিমজ্জিত করা হইবে। এই সকল লোক ষড়যন্ত্র করিবে এবং খোদাও তাহাদের বিরুদ্ধে কৌশল ও তদবীর অবলম্বন করিবেন এবং খোদাতায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী ও তদবীরকারী। তিনি দয়ালু। তিনি তোমার অগ্রে অগ্রে চলিতেছেন। তিনি ঐ ব্যক্তিকে দুশমন সাব্যস্ত করেন যে তোমার সহিত দুশমনী করে। তিনি অচিরেই তোমাকে ঐ সকল দ্রব্য প্রদান করিবেন যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে। আমরা পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হইব এবং আমরা ইহাকে ইহার চতুর্দিক হইতে সঙ্কুচিত করিয়া আনিতেছি, যাহাতে তুমি এই জাতিকে সতর্ক কর, যাহাদের পূর্ব-পুরুষদিগকে সতর্ক করা হয় নাই এবং যাহাতে অপরাধীদের জন্য রাস্তা খুলিয়া যায়। বল, আমি প্রত্যাদিষ্ট এবং আমি সর্ব প্রথম মুমিন। বল, আমার উপর এই ওহী অবতীর্ণ হইতেছে যে, তোমাদের খোদা এক খোদা এবং সকল কল্যাণ কুরআনে নিহিত রহিয়াছে! উহার অন্তর্নিহীত সত্য ও তত্ত্বজ্ঞান পর্যন্ত ঐ সকল লোকই পৌঁছিতে পারে, যাহাদিগকে পবিত্র করা হইয়া থাকে। সুতরাং তোমরা ইহার পর অর্থাৎ উহাকে ছাড়িয়া কোন্ হাদিসের উপর ঈমান আনিবে? এই সকল লোক কামনা করিতেছে যে, তাহারা কিছু এইরূপ প্রচেষ্টা করিবে, যাহাতে তোমার উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কিন্তু খোদাতো ইহাই চাহেন যে, তোমার উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছাইবেন। এবং খোদা এইরূপ নহেন যে, পবিত্র ও অপবিত্রের মধ্যে পার্থক্য করিয়া না দেখাইয়া তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন। খোদা সেই খোদা, যিনি নিজ রাসূলকে অর্থাৎ এই অধমকে হেদায়াত ও সত্য

ধর্ম সহ এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাতে সে এই দীনকে সকল দীনের উপর জয়যুক্ত করে এবং খোদার প্রতিশ্রুতি একদিন আসিতই। খোদার প্রতিশ্রুতি আসিয়াছে এবং এক পা তিনি পৃথিবীতে রাখিয়াছেন এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করিয়াছেন। খোদা তোমাকে দুশমনদের হাত হইতে রক্ষা করিবেন এবং ঐ ব্যক্তির উপর হামলা করিবেন, যে যুলুমের পথে থাকিয়া তোমার উপর হামলা করিবে। তাঁহার ক্রোধ পৃথিবীর উপর নামিয়া আসিয়াছে কেননা লোকেরা পাপ কার্য্যে কোমর বাঁধিয়াছে এবং তাহারা সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে। রোগ-ব্যধি দেশে বিস্তৃত করা হইবে এবং বিভিন্ন উপায়ে প্রাণ হরণ করা হইবে। এই আদেশ আকাশে মঞ্জুরীপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা ঐ খোদার আদেশ, যিনি বিজয়ী ও মর্যাদাশালী। জাতির উপর যাহা কিছু অবতীর্ণ হইয়াছে, খোদা উহার পরিবর্তন করিবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ সকল লোক নিজেদের হৃদয়ের অবস্থার পরিবর্তন না করে। তিনি এই কাদিয়ান গ্রামকে কিছুটা পরীক্ষার পর নিজের আশ্রয়ে গ্রহণ করিবেন। * আজ খোদা ব্যতীত কেহ রক্ষাকারী নাই। আমাদের চোখের সম্মুখে এবং আমাদের ওহী অনুযায়ী তরী নির্মাণ কর।

ঐ সর্বশক্তিমান খোদা তোমার সহিত ও তোমার লোকদের সহিত রহিয়াছেন। তোমার গৃহাভ্যন্তরে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেককে আমি রক্ষা করিব; কিন্তু তাহারা ব্যতীত যাহারা আমার মোকাবেলায় অহঙ্কারের সহিত নাফরমান এবং দাম্ভিক, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে আনুগত্য করে না! বিশেষভাবে আমার হিফাযত সর্বদাই তোমার সঙ্গে থাকিবে। দয়ালু খোদার তরফ হইতে শান্তি। তোমার উপর শান্তি। তুমি পবিত্রাত্মা। এবং হে অপরাধীরা! আজ তোমরা পৃথক হইয়া যাও। আমি এই রাসূলের সহিত দণ্ডায়মান হইব এবং ইফতার করিব এবং রোযাও রাখিব। এবং তাহাকে তিরস্কার করিব, যে তিরস্কার করে। এবং তোমাকে ঐ পুরস্কার দিব, যাহা চিরকাল থাকিবে এবং আমার বিকাশের জ্যোতি তোমার মধ্যে স্থাপন করিব। আমি এই পৃথিবী হইতে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৃথক হইব না, অর্থাৎ আমার আযাবের বিকাশে পার্থক্য হইবে না। আমি বজ্র এবং আমি অযাচিত দাতা। আমি দয়ালু এবং ক্ষমাশীল।"

---

* ("اوى" শব্দটি আরবী ভাষায় এইরূপ স্থলে ব্যবহার করা হয় যখন কোন ব্যক্তিকে কিছুটা দুঃখ-কষ্ট অথবা পরীক্ষার পর নিজের আশ্রয়ে নেওয়া হয় এবং দুঃখ-কষ্টের আধিক্য ও প্রাণহরণ করা হইতে বাঁচানো হয়। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন الم يجدك يتيما فاوى (অর্থাৎ তিনি কি তোমাকে য়াতীম অবস্থায় পাইয়া আশ্রয় দান করেন নাই?—অনুবাদক)। অনুরূপভাবে সমগ্র কুরআন শরীফে اوى এবং اوى শব্দ এইরূপ স্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে যেখানে কোন ব্যক্তি বা কোন জাতিকে কিছুটা কষ্টের পর পুনরায় আরাম দেওয়া হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

অনুবাদ: নাজির আহমদ ভূঁইয়া

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১লা মার্চ, ১৯৮৫ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে ফযলে প্রদত্ত]

আমাদের খোদার যেভাবে স্বীয় নামের জন্য মর্যাদাবোধ রহিয়াছে, তেমনিভাবে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামের জন্যও তাঁহার মর্যাদাবোধ রহিয়াছে।

পাকিস্তানে একটি আলোচনা চালানো হইয়াছে এবং কলেমা তওহীদের উপর অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রাণের উপর হামলা করা হইয়াছে।

আহরারারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে এই দেশকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার জন্য কলেমা তওহীদকেও যদি নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে তাহারা ইহা হইতেও বিরত হইবে না।

হে পাকিস্তানবাসীরা! যদি তোমরা নিজেদের স্থিতি চাও, তাহা হইলে তোমরা নিজেদের প্রাণ, নিজেদের আত্মা ও নিজেদের কলেমাকে রক্ষা কর।

তাশাহুদ, তায়াউয এবং সূরা ফাতেহা পঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা ইব্রাহীমের ৪৫ নম্বর আয়াত হইতে ৫৩ নম্বর আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করেন।

وانذر الناس يوم يا تيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب لا نجب دعوتك ونتبع الرسل ط اولم تكونوا اقسمتم من قبل مالكم من زوال - وسكنتم فى مسكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثل - وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم ط وان كان مكرهم لتزول منه الجبال - فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ط ان الله عزيز ذو انتقام ط يوم تبدل الارض غير الارض والسموت وبرزوا لله الواحد القهار - وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الاصفاد - سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار - ليجزى الله كل نفس ما كسبت ط ان الله سريع الحساب - هذا بلغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولوا الالباب -

(অর্থ :—এবং তুমি এই সকল লোককে সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক কর যেদিন তাহাদের উপর ঐ শাস্তি আসিবে (যাহার অঙ্গীকার করা হইয়াছে) । যাহারা যুলুম (এর পথ অবলম্বন) করিয়াছে (ঐ সময়) বলিবে (যে হে) আমাদের প্রভু ! আমাদের বিষয়টি কিছু কাল পর্যন্ত পিছাইয়া দাও। আমরা তোমার আহ্বান গ্রহণ করিব এবং তোমার রাসূলগণের অনুসরণ করিব (ইহাতে তাহাদিগকে উত্তর দেওয়া হইবে যে, এখনও কি দলিল প্রমাণাদি পূর্ণ হওয়ার কিছু বাকী আছে ?) এবং তোমরা পূর্বে শপথ (এর উপর শপথ) কর নাই যে তোমাদের উপর কোন প্রকারের পতন আসিবে না ? অথচ তোমরা ঐ সকল লোকের গৃহকে নিজেদের গৃহ বানাইয়াছ, যাহারা তোমাদের পূর্বে নিজেদের প্রাণের উপর যুলুম করিয়াছিল এবং তোমাদের নিকট ইহা খুব সুবিদিত ছিল যে তাহাদের সহিত আমরা কিরূপ আচরণ করিয়াছিলাম এবং আমরা সকল বিষয় তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছি। এবং এই (সকল লোকেরা) নিজেদের প্রত্যেকটি তদবীর ও কৌশল প্রয়োগ করিয়াছে এবং তাহাদের (প্রত্যেকটি) তদবীর ও কৌশল আল্লাহ্‌র নিকট রক্ষিত আছে এবং তাহাদের তদবীর ও কৌশল যদি এমনটি হয় যে, ইহার দরুন পর্বত (ও নিজের স্থান হইতে) টলিয়া যায় (তাহারা তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না)। অতএব (হে সম্বোধিত ব্যক্তি !) তুমি আল্লাহ্‌কে তাঁহার রাসূলগণের সহিত স্বীয় অঙ্গীকারের বিরোধী আচরণকারী কখনও মনে করিও না। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই বিজয়ী (এবং মন্দ কাজ সমূহের) শাস্তিদাতা। এবং ঐ দিন নিশ্চয়ই আসিবে। যে দিন পৃথিবী ও আকাশকে পরিবর্তন করিয়া অন্য পৃথিবী ও আকাশ কায়েম করা হইবে। এবং এই সকল (মানুষ) আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত থাকিবে, যিনি এক ও অদ্বিতীয় (এবং সব কিছুর উপর) পূর্ণ বিজয়ী। এবং ঐ দিন তুমি ঐ সকল অপরাধীকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ অবস্থায় দেখিবে। তাহাদের জামা (যেন) আলকাতরা দ্বারা বানানো (ভীষণ কালো) হইবে এবং (দোযখের) আগুন তাহাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে। (ইহা এই জন্য হইবে) যাহাতে আল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যক্তিকে যাহা কিছু সে (নিজের জন্য) করিয়াছে। উহার প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই হিসাব গ্রহণে তৎপর। এই (বিবরণ) লোকদের (উপদেশ গ্রহণের) জন্য যথেষ্ট এবং এই জন্যও যে তাহাদিগকে (সমাগত শাস্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে) সাবধান করা হয় এবং এই জন্যও যে তাহারা অবগত হয় যে, একমাত্র আল্লাহ্‌ই প্রকৃত উপাস্য এবং এই জন্যও যে জ্ঞানী ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে''—(অনুবাদক)

হুযূর আকদাস (আইঃ) অতঃপর বলেন :—

একটি কোরআনী সতর্কবাণী ঃ

আমি যে আয়াতে করীমা তেলাওয়াত করিয়াছি, এইগুলি সূরা ইব্‌রাহীমের শেষ কয়টি আয়াত। এই খোৎবায় এই আয়াতগুলির ব্যাখ্যা দেওয়ারতো সুযোগ হইবে না। এইজন্য আমি কেবলমাত্র এই গুলির অনুবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। আল্লাহতা'লা বলেন যে, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ! যদিও নাম দেওয়া হয় নাই,

তথাপি তাঁহাকেই সম্বোধন করা হইয়াছে) তুমি লোকদিগকে এই দিনের আযাব সম্বন্ধে সতর্ক কর বা এই দিন সম্বন্ধে সতর্ক কর, যেদিন একটি আযাব আসিবে। এবং যে সকল লোক যুলুম করিয়াছে তাহারা নিজেদের প্রভুর দরবারে এই নিবেদন করিবে যে, হে আমাদের খোদা! এই নির্দ্ধারিত সময়কে বা এই নির্দ্ধারিত আযাবকে কিছু সময়ের জন্য পিছাইয়া দাও। এর মধ্যে نجب دعوتك আমরা নিশ্চয়ই তোমার আহ্বান গ্রহণ করিব এবং রাসূলগণের অনুসরণ করিব। او لم تكونوا اقسمتم من قبل—তোমরা কি ঐ সকল লোক নও, যাহারা ইহার পূর্বে কসমের পর কসম করিত যে তোমাদের জন্য কোন পতন নাই। এখানে "নাত্তাবেয়ের রাসূলা" শব্দগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও ইহার ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় নাই, তথাপি এই আয়াতের এই শব্দগুলির সহিত অন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণীর একটি গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। ইহা সম্বন্ধে কুরআন করীম বলে "ওয়াএযার রুসুলু উক্কেতাত" একটি সময় আসিবে যখন রাসূলগণকে নির্দ্ধারিত সময়ে আনা হইবে। তফসীর-কারকগণ (অর্থাৎ কুরআনের ব্যাখ্যাকারীগণ) মনে করেন যে ইহা কিয়ামতের দিনের কথা। কিন্তু এই বাক্য হইতে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ইহা এই পৃথিবীরই কথা এবং পৃথিবীতেই আযাব পিছাইয়া দেওয়ার জন্য অবকাশ চাওয়া হইবে এবং এই কথা বলা হইবে যে, যদি আমরা অবকাশ পাই তাহা হইলে আমরা 'ইস্তেগফার' (অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করা—অনুবাদক)। করিব এবং রাসূলগণের আজ্ঞানুবর্তীতা করিব। এই প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের এই ইলহামও (ঐশীবাণীও) স্মরণ রাখা উচিত যে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে (আঃ) সম্বোধন করিয়া এই শব্দগুলির দ্বারা তাঁহার কথা বলেন, "যারীউল্লাহে ফি হুলিল আম্বিয়া" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পাহলোয়ান নবীগণের পোশাকে।

অতঃপর আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, وسكنتم في مساكن তোমরা ঐ সকল লোকের গৃহেই বসবাস করিতেছ বা বসবাস করিয়া আসিতেছ, যাহারা নিজেদের প্রাণের উপর যুলুম করিয়াছিল। এবং তোমাদের নিকট ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আমরা তোমাদের নিকট ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে উপস্থাপন করিয়াছি। কিন্তু আফসোস, وقد مكروا مكرهم এই সকল লোক নিজেদের তদবীর ও কৌশলকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। وعند الله مكرهم কিন্তু আল্লাহ্‌ তাহাদের তদবীর ও কৌশলের সকল দিক সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন এবং তাহাদের সকল তদবীর ও কৌশলের জবাবও খোদার নিকট রহিয়াছে, এমনকি যদি তাহাদের নিকট তাহাদের তদবীর ও কৌশল এমনটিও হয় যে, উহা পর্বতকেও নিজ জায়গা হইতে হিলাইয়া দিতে পারে। فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله তুমি কখনো এই ধারণা করিও না যে আল্লাহ্‌ নিজ রাসুলগণের সহিত যে অঙ্গীকার করেন, তিনি তাহা ভঙ্গ করেন এবং ওয়াদা বিরোধী কাজ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তা'লা অত্যন্ত পরাক্রমশালী এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী। يوم تبدل الارض غير الارض যে দিন পৃথিবীকে

অন্য একটি পৃথিবীতে পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া হইবে এবং আকাশকেও পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া হইবে, بر زوالله الو احد القهار এবং তাহারা এক ও অদ্বিতীয় এবং শাস্তিদাতা খোদার দরবারে বাহির হইয়া দণ্ডায়মান হইবে, ঐ সময় তুমি অপরাধীদিগকে দেখিবে যে তাহারা শিকলাবদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে।... يوم تبدل الارض অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশকে পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইবে—এই ভাষাতেই হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের উপরও ইলহাম হইয়াছিল। উক্ত ইলহামের মধ্যে আরও বেশী শব্দ রহিয়াছে। ইহার একটি অংশের শব্দগুলি এই যে يوم تبدل الارض غير الارض ! হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম ব্যাখ্যাসহ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন যে, পৃথিবীর অধিবাসীদের ধ্যান-ধারণা এবং মতামত পরিবর্তিত করা হইবে। وترى المجرمين يو مئذ مقر نين فى الاصفاد سرا بيلهم من قطران অর্থাৎ তাহাদের জামা কাপড় আলকাতরা দ্বারা বানানো হইবে এবং তুমি তাহাদের চেহারা কালিমাচ্ছন্ন দেখিবে, যাহাতে খোদাতা'লা প্রত্যেককে তাহার কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দিবেন এবং আল্লাহ্ ত্বরিত হিসাব-গ্রহণকারী। ইহা লোকদের জন্য পয়গাম, যাহাতে ইহার মাধ্যমে তাহাদিগকে সতর্ক করা হয় এবং তাহারা জ্ঞাত হয় যে আল্লাহ্ হইলেন "ইলাহু ওয়াহেদুন" (আল্লাহ্‌ই উপাস্য, তিনি এক ও অদ্বিতীয়) এবং জ্ঞানীদের কথা হইতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ব্যাখ্যাসহ এই আয়াতগুলির আলোচনা করিবার সময় নাই। কিন্তু আজ আমি যে খোৎবা প্রদান করিব, তাহার একটি অংশ কার্যতঃ এই আয়াতগুলিরই ব্যাখ্যা এবং ইহা অনুধাবন করা জ্ঞানী ব্যক্তিগণের জন্য কোন মুস্কিল ব্যাপার হইবে না। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই অংশের উপর দিয়া অতিক্রম করার সময় নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন যে, কুরআন করীমের এই আয়াতগুলির সহিত এই বিষয়টির গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে।

প্রথম সারীর আত্ম-ত্যাগীগণ

এই ধারাবাহিক খোৎবায় আমি ইহা বর্ণনা করিতেছিলাম যে, পাকিস্তান সরকারের শ্বেত-পত্রে আহমদীয়া জামা'তকে ইসলাম এবং মুসলিম দেশগুলির জন্য বিশ্বাসঘাতক জামা'ত রূপে উপস্থাপন করা হইয়াছে। ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাসে দুইটি অংশ রহিয়াছে। একটি হইল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বের ইতিহাস এবং অন্যটি হইল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরের ইতিহাস। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে কয়েকটি ঘটনা আমি বিগত খোৎবায় নমুনা স্বরূপ উপস্থাপন করিয়াছিলাম এবং কয়েকটি ঘটনা আজিকার জন্য নির্বাচিত করিয়াছি। প্রকৃত সত্য এই যে যখনই পাক-ভারত উপ মহাদেশে মুসলমানদের উপর কোন বিপদ আপতিত হইয়াছে বা কোনভাবে ধর্মীয় ব্যাপারে তাহাদের মনঃকষ্ট হইয়াছে, তখন খোদাতা'লার কৃপায় আহমদীয়া জামা'ত ঐ সকল অসুবিধা দূর করার জন্য এবং নিজেদের মুসলমান ভাইদের সাহায্যার্থে প্রথম সারির আত্ম-ত্যাগীগণের

অন্তর্ভুক্ত ছিল। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় যে সকল জেহাদ ও সংগ্রাম শুরু হইতে থাকে, ঐগুলির জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আহমদীয়া জামা'তের প্রাপ্য এবং তাহারাই এই সকল জেহাদের পতাকাবাহী ছিল। অবশ্য অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণও ঐ গুলিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং আহমদীয়া জামা'তের সহিত সহযোগীতা করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল মহান আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের কল্যাণের জন্য বিগত যুগগুলিতে পাক-ভারত উপ মহাদেশে চালানো হইয়াছিল, ঐ গুলিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার এবং অধিক হইতে অধিকতর সেবার সুযোগ আল্লাহ্‌তা'লার দয়া ও কৃপায় আহমদীয়া জামাত লাভ করিতে থাকে। ভারতবর্ষে যে বৎসরগুলিতে বিশেষভাবে মুসলমানদের মনঃকষ্ট দেওয়া হইয়াছিল, ঐ গুলির মধ্যে ১৯২৭ সাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত সালে বিশ্ব-নিন্দিত "রঙ্গীলা রসুল" পুস্তকটি লিখা হইয়াছিল এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্বার উপর এতখানি ভয়ংকর ও ঘৃণ্য আক্রমণ করা হইয়াছিল যে, উহা মনে হইলে মুসলমান-দের রক্ত টগবগ করিয়া উঠে। কিন্তু এই বেদনার উপসম হইতে না হইতেই এবং পুস্তকের লেখক রাজপালের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলাকালীন অবস্থাতেই "বর্তমান" নামক অন্য একটি আর্য পত্রিকায় একজন হিন্দু রমণী আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে এইরূপ একটি অপবিত্র প্রবন্ধ লিখিল যে, কোন বিবেকবান মানুষও ইহা পড়িতে পারে না। মুসলমানতো মুসলমান, অন্য কেহও যদি ইহা পড়ে, সেও হতবাক হইয়া যাইবে যে, এ কিরূপ অসৎ ও পাপিষ্ঠা রমনী, যাহার কলম হইতে এইরূপ নোংরা কথা একটি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে বাহির হইতেছে। একটি সাধারণ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধেও কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি এই ধরনের উক্তি করিতে পারে না। কিন্তু আদম সন্তানদের সৈয়্যদ (সেরা ব্যক্তি), যিনি সকল পবিত্র ব্যক্তির মধ্যে পবিত্রতম ছিলেন, যিনি সকল সৈয়্যদের মধ্যে সব চাইতে বড় সৈয়্যদ ছিলেন, যিনি সকল নেতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন, যাঁহার খাতিরে নিখিল বিশ্বকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, যিনি কেবলমাত্র নিজেই পবিত্র ছিলেন না, বরং অন্যদেরকেও পবিত্র করিয়াছিলেন, যিনি পবিত্রই ছিলেন না, বরং পবিত্রকারীও ছিলেন এবং যাঁহার বরকত ও আশিষে নবীগণকে পবিত্র করা হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ অপবিত্র আক্রমন করা হইয়াছিল যে, আমার কলমেরও শক্তি নাই যে এই আক্রমনের বিবরণ দিতে পারি। এই সময় এই শত্রুতামূলক আক্রমনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল এবং এই ব্যাপারে মুস-লমানদিগকে যে মহান জেহাদ ও সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, উহার কৃতিত্ব কি কংগ্রেসী আলেমদের বা মওদুদীপন্থী আলেমদের প্রাপ্য? না, তাহা কখনো নয়। আহমদীয়া জামাত'কে আল্লাহ্‌তা'লা এই সামর্থ দান করিয়াছিলেন যে, তাহারা কেবলমাত্র এই মহান সংগ্রাম ও জেহাদে অসাধারণভাবে অংশ গ্রহণই করে নাই, বরং ইহার পূর্ণ কৃতিত্বের সৌভাগ্য তাহাদেরই হইয়াছিল। বিষয়টি দীর্ঘায়িত হইয়া যাওয়ার ভয়ে আমি সংক্ষেপে ভারতবর্ষের একটি মুসলমান পত্রিকার একটি উদ্ধৃতি আপনাদের নিকট উপস্থাপন করিবার জন্য

বাছিয়া লইয়াছি এবং অনুরূপভাবে আমি আপনাদের সম্মুখে দুইটি হিন্দু পত্রিকার উদ্ধৃতিও রাখিতেছি। ইহাতে এই বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে যে, ইসলাম জাহানের এই বেদনাদায়ক মুহূর্তে সব চাইতে বেশী বেদনা কোন্ জামা'ত অনুভব করিয়াছিল এবং কাহাদের নেতা অসাধারণ কঠোরতার সহিত পাল্টা আক্রমন হানিয়াছিল।

মুসলমানদের উপর আহমদীয়া জামাতের এহসান সমূহ ঃ

গোরখপুরের "মাশরেক" পত্রিকা উহার ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ সালের সংখ্যায় লিখে ঃ "আহমদীয়া জামাতের মাননীয় ইমামের উপকার ও দয়া সকল মুসলমানের উপর রহিয়াছে।"

(বর্তমান যুগে যাহারা ইহার মূল্য বুঝে না, তাহারা যদি এই সকল কথা ভুলিয়া যায় তাহা হইলে ইহা তাহাদের মর্জি। কিন্তু গোরখপুরের "মাশরেক" পত্রিকা লিখে যে, মুসলমানদের উপরতো নিশ্চয় এহসান রহিয়াছে। যাহারা মুসলমানীত্বের গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া যাইতে চায়, ইহা তাহাদের মর্জি যে, বাহির হইয়া যাইবে। কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত এই সকল এহসান মুসলমানদের উপয় এহসানরূপেই বলবৎ থাকিবে)—উল্লেখিত পত্রিকা লিখে ঃ

"তাঁহারই নির্দেশে 'বর্তমান' পত্রিকার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানো হইয়াছিল! তাঁহারই জামা'ত 'রঙ্গীলা রসুল' এর ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিল এবং নিজদিগকে উৎসর্গ করিয়াছিল। তাহারা জেল খানায় যাইতেও ভয় পায় নাই। তাঁহারই প্যাম্ফলেট মাননীয় গর্ভনর সাহেব বাহাদুরকে ন্যায় বিচারের দিকে ধাবিত করে। তাঁহার প্যাম্ফলেট বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু ইহার প্রভাব বিনষ্ট হয় নাই। সরকারের পক্ষ হইতে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, এই পোষ্টার এই জন্য বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে, যাহাতে উত্তেজনা বৃদ্ধি না পায়। অতঃপর ন্যায়নিষ্ঠ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ইহার প্রতিকার করা হইয়াছিল। বর্তমানে ভারতবর্ষে মুসলমানদের যত ফেরকা রহিয়াছে তাহাদের সব কয়টি ফেরকা কোন না কোন কারণে ইংরেজ বা হিন্দু বা অন্যান্য জাতির সম্মুখে ভীত রহিয়াছে।"

(ইহা আপনাদের স্বাধীন সংবাদ পত্রের গতকালের কথা। যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায়-নীতির কিছুটা বালাই ছিল, যাহারা ইতিহাস মুছিয়া ফেলার বিশ্বাসী ছিলেন না এবং যাহারা সত্যকে সত্য বলার সাহস রাখিতেন—তাহারা এই কথা বলিতেছিলেন)। উল্লেখিত পত্রিকা আরও লিখে ঃ

"মুসলমানদের সব কয়টি ফেরকা কোন না কোন কারণে ইংরেজ বা হিন্দু বা অন্যান্য জাতির সম্মুখে ভীত-সন্ত্রস্ত রহিয়াছে! কেবলমাত্র আহমদীয়া জামা'তই রহিয়াছে, যাহারা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের ন্যায় কোন ব্যক্তি বা জামা'তের দ্বারা ভীত সন্ত্রস্ত নহে এবং তাহারা অকৃত্রিম ইসলামী কার্য সম্পাদন করিতেছে।"

ইহাতো মুসলিম পত্রিকা লিখিতেছিল। হিন্দু পত্র-পত্রিকার দৃষ্টিতেও ঐ যুগে সব চাইতে অধিক কঠোর পাল্টা আক্রমণকারী ছিল আহমদীরাই। অর্থাৎ যাহাদের সহিত মোকাবেলা

ছিল, এখন তাহাদের কণ্ঠে শুনুন। হিন্দুরা ঐ কাজই করিতেছিল, যাহা আজ আহরাররা করিতেছে। ঐ যুগে হিন্দুরা অ-আহমদী মুসলমানদিগকে আহমদী মুসলমানদের সহিত বিরোধ বাধাইয়া দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিল এবং তাহাদিগকে বার বার এই কথা বলিতেছিল যে, আহমদীরা হইল অমুসলমান। অর্থাৎ আহরারদের কাজ ঐ সময় আর্য সমাজীরা সামলাইতেছিল এবং তাহারা মুসলমানদিগকে বলিতেছিল যে, নির্বোধরা! আহমদীরাতো অমুসলমান। তাহাদের পিছনে কেন চলিয়াছ? তাহাদের পশ্চাতে চলিয়া তোমরা নিজেদের রাসূলের জন্য মর্যাদাবোধ কেন দেখাইতেছ? ইহারা জীবন উৎসর্গ করিতেছে তো করিতে দাও এবং ইহাদিগকে নিশ্চিহ্ন হইতে দাও। নাউযুবিল্লাহ, এই রাসূলের সহিত তোমাদের কি সম্পর্ক রহিয়াছে, যাহার জন্য আহমদীরা জীবন বাজী রাখিয়াছে? অতএব এই পত্রিকার ভাষা শুনুন:

"মির্যায়ী বা আহমদী এবং অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে এতখানি মতবিরোধ রহিয়াছে যে, মীর্যায়ীরা মুসলমানদিগকে এবং মুসলমানেরা মির্যায়ীদিগকে কাফের সাব্যস্ত করিতেছে। এইতো গতকালের কথা। একজন মুসলমান দিল্লীর জমিয়তে ওলামার প্রেসিডেন্ট মৌলবী কেফায়েত উল্লাহর নিকট মির্যায়ীদের সম্বন্ধে ফতুয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তিনি যে ফতুয়া দিয়াছেন তাহা জমিয়তে ওলামার মুখপত্র দিল্লীর 'আল-জমিয়াতু' এর কলামে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মৌলানা কেফায়েত উল্লাহ মির্যায়ীদিগকে কাফের সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের সহিত বেশী মেলামেশা করা অন্যায় বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।"

(হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অবমাননাকারী এই সকল লোক মুসলমানদিগকে আহমদীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে এবং এই বাণী শুনাইতেছে যে, আমরা তোমরাতো ভাই ভাই। অতএব আহমদীদের পিছনে লাগিয়া যাও। কেননা ইহারা হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্য মর্যাদাবোধ রাখে। একটি আওয়াজ আজ ধ্বনিত হইতেছে যে, 'আমরা-তোমরা ভাই ভাই' এবং একটি আওয়াজ বিগত দিনেও ধ্বনিত হইয়াছিল যে, 'আমরা-তোমরা ভাই' ভাই। আজ কোন কোন নির্বোধ মুসলমানের পক্ষ হইতে এই আওয়াজ ধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু পূর্বে বুদ্ধিমান আর্যদের তরফ হইতে এই আওয়াজ ধ্বনিত হইয়াছিল এবং বিভেদ সম্প্রসারণের জন্য ইহা ব্যবহার করা হইয়াছিল। উল্লিখিত পত্রিকা লিখে যে, ইহা মাওলানা কেফায়েত উল্লাহর ফতুয়া। ইহা আমাদিগকে ও তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছে যে, আহমদীদের সহিত মেলামেশা নিষিদ্ধ। কিন্তু তোমরা এই সম্বন্ধে অজ্ঞ।)

"কিন্তু মির্যায়ীদের চালাকী, সতর্কতা ও সৌভাগ্যের প্রতি লক্ষ্য কর। যে মুসলমানেরা তাহাদিগকে কাফের সাব্যস্ত করিতেছে, তাহাদেরই নেতা মির্যায়ী হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। এখন লাহোরের নিন্দিত পত্রিকা 'মুসলিম আউটলুক' এর সম্পাদক, মুদ্রাকর ও

প্রকাশক কয়েদ হওয়ার দরুন সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমানেরা একটি অসাধারণ, কিন্তু মনগড়া আবেগ প্রকাশ করিতেছে এবং 'মুসলিম আউটলুকের' অনুবর্তীতা করার জন্য অস্থির হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। 'মুসলিম আউটলুক' পত্রিকা সম্বন্ধে এই কথা জানিতে পারিয়া আমরা অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি যে, ইহার সম্পাদক মিষ্টার দেলোয়ার শাহ বুখারী আহ্‌মদী ছিলেন (যিনি 'বর্তমান' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধকে পাল্টা আক্রমন করিয়াছিলেন) এবং যখন তাহার নামে হাই কোর্টের নোটিশ আসিল, তখন তিনি মির্যা কাদিয়ানীর নিকট গেলেন, যাহাতে নিজের আত্মপক্ষ সমর্থন ও কর্ম পদ্ধতি সম্বন্ধে তাহার রায় নিতে পারেন। মির্যা তাহাকে পরামর্শ দিলেন যে, ক্ষমা চাওয়ার চাইতে কয়েদ হইয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ (মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মর্যাদার জন্য যদি তুমি কয়েদ হইয়া যাও. তাহা হইলে কোন পরওয়া নাই। কার্যতঃ ইহাই হইল। তাঁহাকে সশ্রম করাদণ্ড প্রদান করা হইল এবং তিনি খুবই সন্তুষ্টচিত্তে তাহা গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ তাহারা বলে যে, তিনি মির্যা কাদিয়ানীর নিকট গেলেন এবং তিনি এই পরামর্শ দিলেন)। মুদ্দা কথা, ইহা হইল একটি আহ্‌মদী আন্দোলন।" (গুরু ঘন্টাল পত্রিকা, লাহোর, ১১ই জুলাই ১৯২৭ সাল)

কোথায় আজিকার পাকিস্তানের ইতিহাসবিদেরা, যাহারা গোটা ইসলামী ইতিহাসের চেহারা বিকৃত করার জন্য বদ্ধপরিকর? তাহাদের হস্ত দ্বারা লিখিত পাকিস্তানের ইতিহাসকেতো চেনাই যাইতেছে না। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মর্যাদা প্রেম ও ভালবাসায় যে আন্দোলন শুরু হইয়াছিল, উহাতে যাহাদের সহিত মোকাবেলা ছিল এবং যাহাদের উপর আঘাত হানা হইতেছিল, তাহারা বলিতেছিল, "মুদ্দা কথা, ইহা হইল একটি আহ্‌মদী আন্দোলন"।

অনুরূপভাবে "প্রতাপ" এবং অন্যান্য পত্র পত্রিকাও এই বিষয়ে কলম ধরিয়াছিল এবং প্রকাশ্যে ইহা স্বীকার করিয়াছে যে, আসল পাল্‌টা আক্রমণ যাহাতে তাহাদের ভয়ানক বিপদ রহিয়াছে এবং ক্ষতি হইতেছে, তাহা আহ্‌মদীয়া জামাতের পক্ষ হইতে আসিতেছে।

কাশ্মীরে মুসলমানদের জন্য নিঃস্বার্থ সেবা ও সাহায্যঃ

অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যাহা ভারতের মুসলমানদের জন্য একটি নেহায়েত পীড়া ও বেদনাদায়ক ঘটনা ছিল এবং যাহার দরুন মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন ও রাজনৈতিক স্থিতির ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত বড় বিপদ দেখা দিয়াছিল। উহার সূচনা হইয়াছিল কাশ্মীর হইতে, যখন কাশ্মীরের ডোগরা মহারাজা মুসলমানদের অধিকার হরণ করিতে আরম্ভ করিল এবং একটি ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিল যে, যেখানেই হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে মুসলমান-দিগকে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে মুসলমানদের মধ্যে মারাত্মক অস্থিরতার ঢেউ খেলিয়া গেল এবং ভারতবর্ষের উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত চিন্তাশীল ও দূরদর্শী ব্যক্তিগণ ইহা ভাবিতে আরম্ভ করিল যে, ইহার কিছু একটা প্রতিকার হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে ঐ যুগের বড় বড় চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি

কাদিয়ানের দিকে নিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল এবং তাঁহারা চিঠি পত্রের মাধ্যমে এবং দূত পাঠাইয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন যে, যদি আপনি এই কাজ সামলান তাহা হইলে ইহার সুরাহা হইতে পারে। আপনি ব্যতীত এই তরী কুলে ভিড়িবে বলিয়া মনে হয় না। এই চিন্তাবিদ ও নেতাগণের মধ্যে তিনিও ছিলেন, যাঁহাকে আজ আহ্‌মদীয়া জামাতের বিরুদ্ধবাদী মুসলিম নেতাগণের তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারী নেতা বলিয়া উপস্থাপন করা হইতেছে। ইনি হইলেন ডক্টর আল্লামা স্যার মোহাম্মদ ইকবাল। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) এর প্রাইভেট সেক্রেটারী শেখ ইউসুফ আলী সাহেবের নামে ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ সালে একটি চিঠি লিখেন। যেহেতু এই জাতীয় লেখা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আহ্‌মদীয়া জামা'তের পত্র পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল, এই জন্য সাধারণতঃ অ-আহ্‌মদী আলেমরা সাধারণ মুসলমানদিগকে বলে যে, আহ্‌মদীদের পত্র পত্রিকায় মিথ্যা কথা ছাপা হইয়াছে। অতএব আমি এই সকল রেফারেন্সের পরিবর্তে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করার জন্য স্যার আল্লামা ইকবালের ঐ চিঠি বাছিয়া লইয়াছি, যাহা তিনি নিজের হাতে লিখিয়াছেন এবং যাহার উপর তাঁহার নিজের দস্তখত মওজুদ রহিয়াছে। তিনি লিখেন :—

"যেহেতু আপনার জামা'ত একটি সুসংগঠিত জামা'ত এবং তদুপরি অনেক যোগ্য ও কর্মষ্ঠ ব্যক্তি আপনার জামা'তে মওজুদ রহিয়াছে, সেইজন্য আপনি অনেক কল্যাণমূলক কাজ মুসলমানদের জন্য সম্পাদন করিতে পারেন।"

"বাকী রহিল বোর্ডের বিষয়টি। ইহাও একটি অতি উত্তম চিন্তা। আমি ইহার সদস্য হওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। প্রেসিডেন্ট পদের জন্য অধিক কোন যোগ্য এবং আমার চাইতে কম বয়সী ব্যক্তি মনোনীত হওয়া সমীচীন হইবে। কিন্তু যদি সরকারের নিকট প্রতিনিধিবৃন্দ লইয়া যাওয়া এই বোর্ডের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ইহা হইতে আমাকে অনুগ্রহপূর্বক অব্যাহতি দিবেন। কেননা প্রতিনিধি প্রেরণ নিষ্ফল প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। তদুপরি আমি অত্যন্ত অলস এবং যোগ্যতাও আমার মধ্যে আর অবশিষ্ট নাই। যাহাহউক, যদি সদস্যগণের মধ্যে আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করেন তাহা হইলে ইহার পূর্বে অন্যান্য সদস্যগণের তালিকা করিয়া অনুগ্রহপূর্বক আমার নিকট প্রেরণ করিবেন।"

আল্লামা ইকবালের এই চিঠি ও তাঁহার নিকট অন্যান্য মুসলমান আলেম এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের লিখিত পত্রাবলীর দরুন হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) একটি সম্মেলন আহ্বান করার প্রস্তাব করেন। এই সম্মেলন সিমলায় নবাব স্যার জুলফিকার আলী সাহেবের কুঠীতে ১৯৩১ সালে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সম্মেলনে যে সকল বড় বড় নেতা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকটি নাম আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেছি। তাঁহারা হইলেন :—শামসুল উলামা খাজা হোসেন নেজামী, স্যার মিঞা ফজল হোসেন, স্যার মোহাম্মদ ইকবাল, স্যার জুলফিকার আলী খান, জনাব নবাব সাহেব

কুঞ্চপুরা, খান বাহাদুর শেখ রহিম বখ্‌স সাহেব, সৈয়্যদ মোহাম্মদ হোসেন শাহ্‌ সাহেব, এডভোকেট, মৌলবী মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব গজনবী (অমৃতসর), মৌলবী নুরুল হক লাহেব মালিক, "মুসলিম আউটলুক" সৈয়্যদ হাবিব সাহেব, সম্পাদক "সিয়াসত" এবং আরও অনেকে। এতদব্যতীত কাশ্মীরের প্রতিনিধি হিসাবে দেওবন্দের ভূতপূর্ব প্রফেসার মৌলবী মিরক শাহ্‌ সাহেব, এবং জম্মুর প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহ্‌ রাখথা সাহেব সাগের এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে স্যার মোহাম্মদ ইকবাল হযরত খলিফাতুল মসীহ সানীর নাম উত্থাপন করিয়া বলেন :

"আমি এই প্রস্তাব করিতেছি যে, যদি এই কাশ্মীর আন্দোলনকে কামিয়াবী করাই আমাদের লক্ষ্য হয় তাহা হইলে আহমদীয়া জামাতের ইমাম মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহ্‌মদ সাহেব ব্যতীত অন্য কেহ যোগ্য নয়।"

এই আওয়াজ উঠার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক হইতে সমর্থনসূচক আওয়াজ ধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইল এবং সর্ব সম্মতিক্রমে হযরত খলীফাতুল মসীহ (রাঃ) কে এই সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হইল। ডক্টর আল্লামা ইকবাল বলেন :

"হযরত সাহেব, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই কাজকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে গ্রহণ না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই কাজ হইবে না।" (লাহোর, ৫ই এপ্রিল, ১৯৩৫ইং পৃঃ ১২, কলাম-২)

আহমদীয়া জামা'ত ভারতবর্ষের মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য যে সকল মহান কুরবানী করিয়াছে, তাহাতো এক সুদীর্ঘ কাহিনী। কাশ্মীরের সর্বত্র এবং প্রতিটি পুষ্পোদ্যানে ইহার স্মৃতি ছড়াইয়া রহিয়াছে। আহমদীয়া জামা'তের বড় বড় আলেম হইতে নিরক্ষর ব্যক্তি পর্যন্ত এবং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলে নিজেদের খরচে কাশ্মীরে যাইত এবং মুসলমানদের অশেষ সাহায্য ও সেবা করিত। তাহারা কাশ্মীরীদের উপর কোন প্রকারের বোঝা হইয়া বসিত না। তাহারা বই পুস্তকাদি বিতরণ করিত এবং কাশ্মীরের তৎকালীন রাজার যুলুমের শিকার হইত এবং কারারুদ্ধ হইত। অতঃপর আইনজীবিগণের কাফেলা ত্যাগ স্বীকার করিয়া সেখানে যাইতেন এবং যে সকল মুসলমান ভাই দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হইত তাহাদের পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনা করিতেন। সুতরাং ইহা একটি অত্যন্ত বড় কাহিনী এবং এই বিষয়ের উপর শত শত পৃষ্ঠার বই লেখা হইয়াছে। ইহা অসম্ভব যে, কাশ্মীরের ইতিহাস আলোচিত হইবে এবং আহমদীয়া জামাতের কথা উঠিবে না। কেননা আহমদীয়া জামাতের মহান সেবার বিষয়টি আলোচিত না হইলে কাশ্মীরের ইতিহাসকে ইতিহাসই বলা যাইবে না। এখন আমি স্মরণ করানোর জন্য আপনাদের নিকট ঐ সময়ের কোন কোন মুসলমান সংবাদ পত্র হইতে দুই তিনটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করিতেছি। "সিয়াসত" পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা সৈয়্যদ হাবিব সাহেব তাঁহার "তাহরিকে কাদিয়ান" পুস্তকে লিখেন :

"কাশ্মীরের মযলুমদের সাহায্যার্থে কেবলমাত্র দুইটি জামা'তের সৃষ্টি হইয়াছে।"

(সৈয়্যদ হাবিবের এই পুস্তকের নাম হইতে ইহা বুঝা যায় যে, ইহা একটি বিরুদ্ধাচরণ

মূলক পুস্তক। কিন্তু ঐ যুগে বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যেও কিছু না কিছু খোদা-ভীতি দেখিতে পাওয়া যাইত এবং তাহারা কখনো কখনো সত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া পড়িতেন। উল্লেখিত সম্পাদক এই ব্যাখ্যা দিতেছেন যে, এই সকল লোক অবশেষে কেন আহমদীয়া জামা'তের সহিত সামেল হন এবং এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন, যাহার নেতৃত্ব দান করিতেছিলেন হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব) তিনি লিখেন যে :

"কাশ্মীরের মযলুমদের সাহায্যার্থে কেবলমাত্র দুইটি জামাতের সৃষ্টি হইয়াছে। একটি হইল কাশ্মীর কামিটি এবং অন্যটি হইল আহরার। তৃতীয় কোন জামাত কেহ তৈয়ার করে নাই এবং না তৈয়ার করিতে পারিত। আহরারদের উপর আমার বিশ্বাস ছিল না। এখন জগদ্বাসী স্বীকার করিতেছে যে, কাশ্মীরের এতিম মযলুম ও বিধবাদের নামে টাকা পয়সা উঠাইয়া আহরাররা দুগ্ধপোষ্য শীশুর মত তাহা হজম করিয়া ফেলিয়াছে (ইহারা হইল ঐ আহরার দল, যাহাদিগকে আজ পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে)। তাহাদের মধ্যে একজন নেতাও এইরূপ ছিলেন না, যিনি পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে এই অপরাধে অপরাধী ছিলেন না। কাশ্মীর কমিটি তাহাদিগকে ঐক্যের আহ্বান জানান ও কর্মসূচী দেন। কিন্তু তাহাদিগকে একটি শর্ত দেওয়া হয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে এবং যথারীতি হিসাব নিকাশ রাখিতে হইবে। তাহারা উভয় নীতিই মানিতে অস্বীকার করিল। এমতাবস্থায় কাশ্মীর কমিটির সঙ্গে থাকা ছাড়া আমার অন্য কোন উপায় ছিল না। আমি বজ্রনিনাদে ঘোষণা করিতেছি যে, কাশ্মীর কমিটির প্রেসিডেন্ট মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব একনিষ্ঠতা, পরিশ্রম ও সাহসিকতার সহিত এবং জীবন উৎসর্গ করিয়া অত্যন্ত আবেগ উদ্দীপনার সহিত কাজ করিয়াছেন এবং নিজের অর্থও ব্যয় করিয়াছেন এই কারণে আমি তাঁহাকে সম্মান করি। (পৃষ্ঠা ৪২)

"ইনকেলাব" পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা আবদুল মজিদ সালেক সাহেব তাঁহার পুস্তক "সেরগুজাস্ত" এ লিখেন যে :—

"যখন আহরাররা আহমদীদের বিরুদ্ধে অকারণে হাঙ্গামা বাঁধাইতে আরম্ভ করিয়া দিল এবং কাশ্মীর আন্দোলনে পরস্পর-বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন যে শক্তি সৃষ্টি হইয়াছিল, যখন উহাতে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিল তখন মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব কাশ্মীর কমিটির প্রেসিডেন্টের পদ হইতে ইস্তফা দিয়া দিলেন এবং ডক্টর ইকবাল ইহার প্রেসিডেন্ট হইলেন। কমিটির কোন কোন সদস্য এবং কর্মী কেবলমাত্র এই জন্য আহমদীদের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করিয়াছে যে, তাহারা আহমদী। এই পরিস্থিতি কাশ্মীর আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করিল।" (সেরগুজাস্ত, পৃঃ ২৪২)।

এখন শুনুন, ঐ সময় হিন্দু পত্র পত্রিকাগুলি কি লিখিতেছিল এবং হিন্দুরা মুসলমানদের কোন্ সম্প্রদায়ের নিকট হইতে বিপদ দেখিতেছিল এবং তাহাদের দৃষ্টিতে কাহারা কাশ্মী-

রের মুসলমানদের জন্য অস্থির ইইয়া কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। ইহা সম্বন্ধে "মিলাপ" পত্রিকা ১লা অক্টোবর, ১৯৩১ সালের সংখ্যায় ৫ম পৃষ্ঠায় লিখে :—

"মির্যা কাদিয়ানী এই উদ্দেশ্যে অল্ ইণ্ডিয়া কাশ্মীর কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন, যাহাতে কাশ্মীরের বর্তমান সরকারকে উৎখাত করিয়া দেওয়া যায় এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি কাশ্মীরের প্রতিটি গ্রামে প্রপাগাণ্ডা করিয়াছেন। ..... তাহাদিগকে অর্থ কড়ি দিয়াছেন, তাহাদের আইনজ্ঞ প্রেরণ করিয়াছেন, গণ্ডগোল সৃষ্টি করার জন্য বক্তা প্রেরণ করিয়াছেন এবং সীমলায় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন।"

পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দকে আমি বলিতেছি যে, যে জামা'তকে তোমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিতেছ, তাহাদের সম্বন্ধে কিছুটা খোদার ভয় কর। অন্যেরাতো এই জামা'তের বিরুদ্ধে সদা সর্বদা এই অভিযোগ আনিতে থাকে যে, এই জামা'ত মুসলমানদের অধিকার আদায় ও হিত সাধন করার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে। কুরআনী ভাষায় যদি এই জামা'ত "উজন্নুন" হয়, তাহা হইলে তাহারা হইল 'উজুন্নুন খাইরেল্লাকুম" অর্থাৎ তোমাদের হিত ও কল্যাণার্থে তাহারা কান-কথা শুনে এবং তোমাদের অকল্যাণের জন্য কান কথা শুনেনা।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) এর উল্লেখ করিতে গিয়া "মিলাপ" পত্রিকা ৩০শে সেপ্টেম্ব, ১৯৩১ সালের সংখ্যায় লিখে যে :—

"কাশ্মীরে কাদিয়ানী (অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী রাঃ—অনুবাদক) দুষ্টামীর আগুন লাগাইয়াছে। বক্তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। উর্দু এবং কাশ্মীরি উভয় ভাষাতেই ছোট ছোট প্যাম্ফলেট ও পুস্তিকা ছাপানো হইয়াছে এবং এইগুলি হাজার হাজার ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছে। উপরন্তু টাকা পয়সাও বিতরণ করা হইয়াছে।" (৫ম পৃষ্ঠা)

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও জেহাদে আহমদীয়া জামা'তের দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা ঃ

উপমহাদেশের ইতিহাসে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ যুগ, যাহাকে মুসলমানদের অদৃষ্ট-গঠনকারী যুগ বলা যাইতে পারে এবং যখন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অত্যন্ত কঠোর জেহাদ ও সংগ্রাম করা হইতেছিল, উহা ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বের ইতিহাসের যুগ। ঐ সময় মুসসমানেরা জীবন-মৃত্যুর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ঐ সময় মুসলমানদের এইরূপ একটি আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন ছিল, যেখানে তাহারা বিরুদ্ধবাদী শক্তিগুলির প্রভাব হইতে নিরাপদ থাকিতে পারিবে, যেখানে তাহাদের ধর্মের কোন বিপদ থাকিবে না, রাজনীতির কোন বিপদ থাকিবে না এবং জীবিকার্জ্জনের কোন বিপদ থাকিবে না। বস্তুতঃ এই আশ্রয়স্থলের অন্বেষনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মুসলমান চিন্তাবিদ কিছু চিন্তা ভাবনা করেন, কিছু স্বপ্ন দেখেন এবং কিছু নকসা

অংকন করেন এবং ধীরে ধীরে পাকিস্তানের নকসা এইভাবে অংকিত হইল, যেন উহা সমগ্র মিল্লাতে ইসলামীয়ার ধ্বনি ছিল। ঐ অশেষ গুরুত্বপূর্ণ যুগে আহ্‌মদীয়া জামাতের কি ভূমিকা ছিল, যাহাদের সম্বন্ধে আজ এই কথা বলা হইতেছে যে তাহাদের জন্য (অর্থাৎ আহ্‌মদীদের জন্য) মুসলিম দেশসমূহ বিপজ্জনক। এই জন্য কোন মুসলিম দেশ প্রতিষ্ঠায় আহ্‌মদীয়াতের সমর্থনতো দূরের কথা, কোন মুসলিম দেশ কায়েম থাকুক, ইহাও তাহারা সহ্য করিতে পারে না। তাহা হইলে দেখা প্রয়োজন এই অশেষ গুরুত্বপূর্ণ যুগে আহ্‌মদীয়া জা'মাত কি করিতেছিল এবং যে জামা'তকে আজ পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে তাহাদের ভূমিকা কি ছিল। এই বিষয়ে আমি অ-আহ্‌মদী পত্র পত্রিকা হইতে কতিপয় উদ্ধৃতি উপস্থাপন করিতেছি। কেননা আজ ইতিহাসের চেহারা বিকৃত করা হইতেছে। পাকিস্তানের মুসলমানেরা এবং বিশ্ব মুসলিম একবার দেখুক, প্রকৃত মুসলিম কে ছিল এবং সত্যিকারার্থে কাহারা মুসলমানদের প্রকৃত সহানুভূতিশীল ছিল, মুসলমানদিগকে ভালবাসিত এবং তাহাদের জন্য জীবন ও সম্পদ উৎসর্গকারী ছিল। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত সৈয়্যদ রইস জাফরী তাঁহার "হায়াতে মোহাম্মাদ আলী জীন্নাহ্‌" (মোহাম্মদ আলী জীন্নাহ্‌র জীবনী) পুস্তকে "আসহাবে কাদিয়ান আওর পাকিস্তান" (কাদিয়ানের অধিবাসীবৃন্দ ও পাকিস্তান) শিরোনামে লিখেন : —

"এখন পাকিস্তানের ব্যাপারে আরও একটি বড় সম্প্রদায় কাদীয়ানবাসীদের পলিসি ও আচরণ পেশ করা হইতেছে। কাদিয়ান বাসীদের দুইটি জামা'তই মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ভূমিকা, পাকিস্তানের কল্যাণ এবং মিষ্টার জীন্নাহ্‌র রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বকৃতিদানকারী এবং প্রশংসাকারী ছিল।"

ঐ যুগে মুসলমানদিগকে এই জেহাদ ও সংগ্রামে যে অসাধারণ দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, উহার ইতিহাসতো অত্যন্ত বেদনাদায়ক। পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমানদের রক্তে এত অধিক পরিমানে হোলি খেলা হইয়াছিল যে, এই গোটা ইতিহাসকে একত্রিত করাতো সম্ভবপরই নয় এবং কোন হৃদয় এই বেদনাদায়ক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া পুনরায় অতিক্রম করার শক্তি রাখে না। কিন্তু ইহাই দেখিতে হইবে যে, যখন সক্রিয় জেহাদের সময় আসিল তখন মুসলমান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে আহরার ও জামা'তে ইসলামীর কি ভূমিকা ছিল এবং আহমদীয়া জামা'তের কি ভূমিকা ছিল? ঐ সময়টি কেবলমাত্র তবলীগি জেহাদের সময় ছিল না। ঐ সময়টি ছিল দৈহিক জেহাদের সময় এবং তলোয়ারের জেহাদের সময়ও আসিয়া গিয়াছিল। মুসলমান নারীদের মান-ইজ্জতের উপর যুলুমের এক হোলি খেলা চলিতেছিল এবং শিশুদিগকে আছাড় মারিয়া বর্শায় বিদ্ধ করা হইতেছিল। মোট কথা, লুণ্ঠিত কাফেলা গুলির সহিত জুলুমের এত মর্মান্তিক দৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছিল যে, ইহা সবিস্তারে বর্ণনা করিতে কেহ পছন্দ করিবে না। যাহা হউক, সব মুসলমান সাধারণ

ভাবে এই ইতিহাস সম্বন্ধে অবহিত আছে। আমি কেবলমাত্র এই কথা বলিতে চাহিতেছি যে, যখন সক্রিয় জেহাদের সময় আসিল তখন কাহারা মুসলমানদের জন্য জেহাদের প্রথম সারিতে যুদ্ধ করিতেছিল। 'এহসান' পত্রিকাটি একটি আহরারী পত্রিকা ছিল! বর্তমানে ইহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উক্ত পত্রিকা উহার ২৫শে সেপ্টেম্বরে, ১৯৪৭ সালের সংখ্যায় লিখে :

"কাদিয়ানের যুবকরা মিলটারীর যুলুম নির্যাতন সত্বেও ভীত নয়। স্ত্রীলোক, শিশু এবং বৃদ্ধদিগকে এখান হইতে বাহির করিয়া দেওয়াই তাহাদের একমাত্র আকাঙ্খা। তাহারা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছে যে, মৃত্যু তাহাদিগকে ধীরে ধীরে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া আসিতেছে। নেহেরু সরকার বলিত যে, কোন মুসলমানকে পূর্ব পাঞ্জাব হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার জন্য বাধ্য করা হইবে না। কিন্তু তিনি কাদিয়ানের মুসলমানদিগকে সে স্থান হইতে বলপূর্বক বাহির করিয়া দিতে এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর (আজ এই কথা বলা হইতেছে যে, আহমদীরা ভারতের এজেন্ট)। "মহকমা হিফাজতে কাদিয়ান" (কাদিয়ান প্রতিরক্ষা বিভাগ) এর অধীনে কর্মরত যুবকেরা কোন কোন সময় এক নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি করিয়া যাইতেছে এবং দিন রাত পাহারা দিতেছে।"

(এই প্রসঙ্গে হুযুর বলেন, আমি নিজেও খোদাতা'লার ফজলে ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আমার স্মরণ আছে যে, কোন কোন সময় এক নাগাড়ে আটচল্লিশ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমানোর কোন উপায় ছিল না। কেননা পরিস্থিতিই এইরূপ ছিল। তদুপরি খোদ্দাম (অর্থাৎ স্বেচ্ছাসেবক) কম ছিল এবং কাজ ছিল বেশী। কোন কোন সময় যদি অল্প কিছুক্ষণের জন্য ঘুমানোর সময় পাওয়া যাইত, তখন মনে হইত যে আমরা পাপ করিতেছি এবং এইরূপ অনুভব করিতাম যে, আমরা কেন শুইয়া রহিয়াছি। অর্থাৎ আহমদী যুবকদের অনুভূতি তখন এইরূপই ছিল! এতদব্যতীত কেবলমাত্র কাদিয়ানেই নহে, বরং ইহার চতুর্দিকে যত মুসলমান গ্রাম ছিল, তাহাদিগকে বাঁচাইতে এবং তাহাদের জন্য সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে কাদিয়ান হইতে মোজাহেদরা ঐ সকল গ্রামে যাইত। ইহা ঐ যুগের ঘটনা।) বস্তুতঃ পত্রিকাটি আরও লিখে :

"কোন কোন সময় এক নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টার ডিউটি করিয়া যাইতেছে এবং দিন রাত্রি পাহারা দিতেছে। যদিও অনিদ্রা ও কষ্টের দরুন তাহাদের শরীর দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি তাহারা মৃত্যুর ভয়ে পলায়নের পরিবর্তে মৃত্যুর মোকাবেলা করিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তথায় কোন মুসলমান মিলিটারী নাই। হিন্দু মিলিটারী ও শিখ পুলিশেরা তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতেছে ও ধমকাইতেছে! হিন্দু ক্যাপটেন গুলিভর্তি পিস্তল হাতে লইয়া ত্রাস বিস্তার করার জন্য এদিক ওদিক ঘুরাফেরা করিতে থাকে।

অতঃপর একই পত্রিকা ২রা অক্টোবর, ১৯৪৭ সালের সংখ্যায় আরও লিখে :

"লম্বা চওড়া কথা লিখার সময় নাই।..... বর্তমানে আমরা কম বেশী ৫০ হাজার

মানুষ (অর্থাৎ এই পত্রিকায় কোন অ-আহমদী মুসলমানের চিঠি ছাপানো হইয়াছে, যিনি ঐ সময় কাদিয়ানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখেন যে,) বর্তমানে আমরা কম বেশী ৫০ হাজার মানুষ কাদিয়ানে আশ্রয় লইয়া বসিয়া রহিয়াছি। আমরা আহমদীদের তরফ হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য খাদ্য পাইতেছি। কেহ কেহ বাসস্থানও পাইয়াছে। কিন্তু এই জনবসতিতে এত বাড়ী ঘর-দুয়ার কোথায়? হাজার হাজার লোক আকাশের ছাদের নীচে মাটির বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারা তাপ-দাহও ভোগ করিতেছে এবং বৃষ্টিতেও ভিজিতেছে।" (এহসান, লাহোর, ২রা অক্টোবর, ১৯৪৭ইং)।

এতদব্যতীত পাকিস্তান সরকারের পক্ষ হইতে "কারওয়ানে ছখ্‌ত জান" নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেশ বিভাগের ইতিহাসের বিবরণ রহিয়াছে। পাকিস্তান সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগের তরফ হইতে প্রকাশিত এই পুস্তক কাদিয়ানের কথা বলিতে গিয়া লিখিতেছে :

"এই স্থান ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সুপরিচিত হওয়া ছাড়াও ইহা আহমদীয়া জামা'তের কেন্দ্র হওয়ার দরুন বিখ্যাত। ইহার চারিপাশের গোটা এলাকা শিখদের বাসস্থান। বস্তুতঃ দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় বিশ ত্রিশ মাইল দূরের মুসলমানেরাও কাদিয়ান শরীফে আশ্রয় নেওয়ার জন্য আসিয়া গেল।"

গতকাল পর্যন্ত ইহা "কাদিয়ান শরীফ" ছিল। কিন্তু আজ তোমরা রাব্‌য়াকেও পৃথিবীর সব চাইতে অপবিত্র শহর রূপে আখ্যায়িত করিতেছে, নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক। তোমরা আরও বলিতেছ যে, যেভাবে ইহুদীদের ইসরাইল, তেমনিভাবে রাবওয়া হইল মির্যাইল, নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক। ঐ সময়তো তোমাদের কণ্ঠ হইতে সত্য কথা বাহির হইয়াছিল যে, 'কাদিয়ান বলিও না, ইহাতো হইল কাদিয়ান শরীফ, এখানে খোদার প্রিয়জনেরা বসবাস করিতেছে। খোদার প্রিয়জনেরা এই এলাকা আবাদ করিয়াছে এবং ইসলামের জন্য আত্ম-বিলীনকারী ব্যক্তিগণ এই এলাকায় আবাদ রহিয়াছেন। যতদিন পর্যন্ত এই সকল স্মৃতি এই এলাকার সহিত বিজড়িত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত সুধীজন ইহাকে সর্বদা 'কাদিয়ান শরীফ নামেই স্মরণ করিতে থাকিবেন। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের সৌজন্যেরও প্রশংসা করিতে হয় যে, তাহারা সত্য প্রকাশ করিতে গিয়া এই আহরারী মৌলবীদিগের কোন পরোয়া করেন নাই। (ক্রমশঃ)

(লণ্ডন হইতে এডিশনাল নাযারত, এশায়াত ও ওকালত তসনীফ কর্তৃক ১৯৮৫ সনের সেপ্টেম্বর পুস্তিকারে প্রকাশিত)

অনুবাদ : নাজির আহমদ ভুঁইয়া

জুমু'আর খোৎবা

(সারসংক্ষেপ)

সৈয়্যাদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১৩ই মার্চ '৮৭ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত]

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) নিম্নবর্ণিত কুরআনী দোওয়া :—

ربنا هب لنا من ازواجنا و ذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ٥

("হে আমাদের রাব ! আমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বা নেতা বানাও।") তেলাওয়াত করেন এবং পৃথিবীময় ক্রিয়াশীল রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সমূহের সবিস্তারে উল্লেখ করে বলেন, যে কোন কোন প্রতিক্রিয়া স্থায়ীভাবে সচল থাকে এবং রয়েছে, আবার কোন কোনটির সচল হওয়ার জন্য চালিকা-শক্তি ও অবলম্বনের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

হুযূর বলেন, জামা'তকে আমি আমার খোৎবা-গুলোতে নেক্‌কাজে অগ্রসরমানতা, দাওয়াত-ই-ইলাল্লাহ্‌র কাজের দিকে মনোনিবেশ এবং দ্বীনে-হক্‌ ইসলামের জ্যোতিকে দ্রুত জগৎময় বিস্তারদানের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলাবার জন্য তাহ্‌রীক করছি, কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি আমাকে লিখেন, "আপনি খোৎবা সমূহ তো প্রদান করেছেন কিন্তু সেগুলোর কোন আছর (সুপ্রভাব প্রতি ফলিত) হচ্ছে না।" আবার কেহ কেহ বলেন, "আমাদের মধ্যে আকাঙ্খা ও স্পৃহা তো জেগেছে, কিন্তু (কার্যে বাস্তবায়নের) শক্তি পাই না।"

এ সব বিষয় সম্মুখে রেখে যখন আমি চিন্তা করলাম তখন আমি বুঝতে পারলাম যে বক্তৃতা, উপদেশ ও বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ মানব জীবনে পেট্রোল অর্থাৎ চালিকা শক্তির কাজ করে। এ সকল জিনিস সেই অগ্নিশিখার ন্যায়, যা বারুদের উপর কার্যকর হয়। এমতাবস্থায় উহাতে এক প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব ঘটায়। কিন্তু পেট্রোল (বা বারুদ) যদি না থাকে, তা'হলেতো সেই অগ্নিশিখা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

হুযূর বলেন, কুরআন করীম মানবজীবনের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও একপ্রকার পেট্রোলের কথা উল্লেখ করেছে এবং সুস্পষ্টতঃ ব্যক্ত করেছে যে, আসমান থেকে যদিও এক 'নূর' অবতীর্ণ হয়েছে, প্রত্যেক প্রকারের হেদায়েত প্রদত্ত ও হস্তগত হয়েছে এবং মানবহৃদয়কে উন্মতা

ও জাগরণী ব্যক্তিত্ব, পূর্বে যাঁর ন্যায় আর কেহ আসেন নাই সেরূপ (মহান ও অদ্বিতীয়) ব্যক্তিত্বও আবির্ভূত হয়েছেন, তথাপি তোমাদের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই খাদ্য বা সারবস্তু বিদ্যমান হবে না, যদ্বারা শক্তি লাভ ক'রে তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই যাবতীয় উপদেশ, এই যাবতীয় কার্য্যক্রম কোন কাজে লাগবে না, সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কাজেই আল্লাহ্‌তা'লা তাকওয়াকে সেই পেট্রোল স্বরূপ বর্ণনা করেছেন, যার শক্তিতে রুহানী সেলসেলা সমূহ চলতে থাকে। এই জওয়াবের আলোকে জামাতের অবস্থাবলীর উপর দৃষ্টিপাত করলে প্রতিবার উক্ত প্রতিউত্তরই পাওয়া যাবে। যখন মুত্তাকীর (তাকওয়া-পরায়ণ ব্যক্তি) কানে সে আওয়াজ যায়, তখন তার অস্তিত্ব শুধু আলোড়িতই হয় না, বরং গতিশীলও হয়ে পড়ে। তার মধ্যে শুধু আলোড়নই সৃষ্টি হয় না বরং সে স্থিতিশীলরূপে সদা অগ্রসর-মান হতে শুরু করে দেয়, এবং যে ধরণের কাজই আপনি তার দ্বারা গ্রহণ করতে চান, যে অভিমুখেই আপনি তাকে পরিচালিত করেন, সে সেই দিকে ধাবিত হয় এবং এই ধারায় সে এক ক্রিয়াশীল স্বার্থক অস্তিত্বে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে যখন তাকওয়ার ক্রটি বা অভাব থাকে তখন আলোড়ন এমতাবস্থায়ও এসে যায়, কিন্তু স্থায়ী গতিশীলতার উন্মেষ ঘটে না।

হুযুর বলেন, সেইজন্যই আল্লাহ্‌তা'লা তাকওয়া লাভ করার দোওয়া শিক্ষা দিয়েছেন, যা কিনা এক আজিমুশ্বান দোওয়া ঃ

واجعلنا للمتقين اماما ٥

(অর্থাৎ, "আমাদেরকে হে খোদা ! মুত্তাকীদের ইমাম বা নেতা কর।")

এই দো'য়া জাতি সমূহের জন্য অত্যন্ত বিস্ময়কর সবক বহণ করে। (কেননা) ছুনিয়াতে (আজ) যত সব জাতি আছে, তাদের 'লিডারশিপ' (নেতৃত্ব) মুত্তাকীদের লিডারশিপ নয়। এমতাবস্থায় তাদের কোনই মূল্য বা মর্যাদা নেই। লিডারশিপে তাকওয়ার দ্বারাই শক্তি সঞ্চার হয়ে থাকে। এবং প্রতিটি তাকওয়ারও আবার ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তু রয়েছে। মানবজীবনে ধর্ম ছাড়াও যে সকল ক্ষেত্র বা বিষয়বস্তু রয়েছে সেগুলোতেও তাকওয়ার মজমুন চলে। রাজনীতির অঙ্গনে জাতি যদি নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে মুখলেস তথা আন্তরিক নিষ্ঠাবান না হয় তা'হলে তারা হলো গয়ের-মুত্তাকী। তাদের লিডার যদিও হাজার চেষ্টা করে, তবুও তাদের মধ্যে কোন পবিত্র স্বার্থক পরিবর্তন সৃষ্টি হতে পারে না। কেননা তাদের নিকট সেই পাথেয় নেই, যে পাথেয়ের কথা কুরআন করীম উল্লেখ করেছে ঃ

وتزودوا فان خير الزاد التقوى

(অর্থাৎ—"তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর ; কেননা সর্বোত্তম পাথেয় হল তাকওয়া।"

তেমনিভাবে ধর্মজগতেরও একই অবস্থা এবং তাকওয়ার ফলশ্রুতিতেই জাতিবর্গ ক্রম অগ্রসরমান হয়ে যেতে থাকে।

হুযুর বলেন, জামাতে আহমদীয়ার যতহর সম্পর্ক, তাদের মধ্যে দু'শ্রেণীর লোক রয়েছে।

এক, ঐ সকল লোক যাঁরা তাঁদের তাকওয়ার সম্বন্ধে সচেতন। তাঁরাই বস্তুতঃপক্ষে হেদায়েত পাওয়ার অর্থাৎ সঠিক পথের দিশা ও তাতে পরিচালিত হওয়ার উপযুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ, ঐ সকল লোক, যারা অন্যের ছিদ্রান্বেষনের, অন্যের খারাপি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি বের করার চিন্তা ও চেষ্টার লেগে থাকে এবং এটার নাম তারা তাদের তাকওয়া বলে ধরে নিয়েছে। এই শ্রেণীর লোকের স্বভাব-চরিত্রের সবিস্তারে হুযুর উল্লেখ করেন, এবং বলেন যে, আহ্‌মদীয়া জামা'তে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে এ ধরণের লোকের সংখ্যা খুব কম এবং দৈনন্দিনই তাদের সংখ্যা আরও হ্রাস পেয়ে চলেছে। আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে এই জামা'ত হলো মুত্তাকীদের জামাত।

জামাতের তাকওয়া সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে হুযুর বড়ই জালালের সহিত তেজদীপ্ত কণ্ঠে বলেন: "আমি জানি যে, এই জামাত সাধারণভাবেই খোদাতা'লার দৃষ্টিতে একটি তাকওয়াপরায়ণ জামাত। এই জামা'তের সহিত আমার যতটুকু সম্পর্ক ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি খোদাতা'লার শপথ করে এ সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, এ জামা'ত যদি—তাকওয়াশীল না হয়ে থাকে, তাহ'লে জগতের বুকে আজ আদৌ কোন মুত্তাকী নাই। বস্তুতঃ "ওয়াজ আলনা লিল মুত্তাকীনা ইমামা"—এর মাধ্যমে আমাদেরকে আল্লাহ্‌তা'লা তাকওয়ার পরিচয় লাভের শিক্ষা দিয়েছেন।

হুযুর বলেন, তোমাদের ইমামত বা নেতৃত্বের শক্তি তোমাদের জামা'তে নিহিত! যদি জামা'তের মধ্যে তাকওয়া বিদ্যমান থাকে, তাহ'লে তোমরা বস্তুতঃপক্ষে শাক্তিশালী ইমাম বা নেতা। আর যদি জামা'তের মধ্যে তাকওয়া না থাকে. তাহ'লে তোমরা দুর্বল বা অকেজো ইমাম বা নেতা। তোমাদের কোন কথার, কোন পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের কোন প্রভাব প্রতিফলিত হবে না। অতএব, যে জামা'ত প্রতিটি নেকীর দিকে আহুত হলে উন্মত্ত-চিত্তে আশিকানা প্রেমভঙ্গীতে সম্মুখে ধাবমান হয়, যাহারা বিস্ময়কর কুরবানী ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা পেশ করে, সে জামা'তের গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর দো'য়ার প্রতিশ্রুতি এবং তাঁরই সুফল। এ সম্বন্ধে যখন কোন কোন লোক যালেমানা আপত্তি উত্থাপন করে, তখন আমার হৃদয় দুঃখ-বেদনায় ফেটে যেতে চায়।

হুযুর বলেন, এ সমস্ত লোকের নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। আমি জানি যে, জামা'ত (আল্লাহ্‌তা'লার ফজলে) তাকওয়ার ময়দানে আগুয়ান হওয়ার জন্য উদগ্রীব। কিন্তু তাকওয়ার মোকাম ও মার্গ বড়ই আজিমুশ্বান, অতি মহান। সেজন্য এ ক্ষেত্রে অধিকতর অগ্রসর হোন। তাকওয়ার মনোন্নয়ন করা ব্যতিরেকে আমরা কোনই আজিমুশ্বান কীর্তি জগতের বুকে স্থাপন করতে পারি না। যদিও আমরা খোদাতা'লার ফজলে তাকওয়ার অতি উচ্চ মার্গে আরোহিত, কিন্তু আরও উর্ধারোহণের প্রয়োজন। সেজন্যই বার বার স্মরণ করানো ও দৃষ্টি আকর্ষণ করানো হয়! তাকওয়ার কোন আখেরী মোকাম, কোন চূড়ান্ত শেষ মার্গ নাই, এতদ্ব্যতীত যে, হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম

পবিত্রতম সত্বায় তাকওয়ার সেই চূড়ান্ত শেষ মোকাম প্রকাশিত হইয়াছে ; যার সমমর্যদা-সম্পন্ন আর কেউ হতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে হুযূর (আইঃ) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাকওয়া এবং মুত্তাকীদের যে সকল সিফাত ও গুণ 'কিশ্‌তি-এ-নূহ" গ্রন্থের ২১-২৩ পৃষ্ঠা সমূহে বর্ণনা করেছেন, তা পেশ করেন এবং তার উপরই নিজের খোৎবা সমাপ্ত করেন।

হুযূর (আইঃ) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কবিতার পংক্তি সমূহ পাঠ করে শোনান ঃ

"খোদার সহিত প্রকৃতপক্ষে তারাই প্রেমের সম্পর্ক রাখে, যারা তাঁর তরে করে সর্বস্ব উৎসর্গ" ॥

তারা রাতদিন এ চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে যে সেই প্রেমাষ্পদ কবে তার প্রতি রাজী হবেন। তারা তাদের জান-মাল যদিও বার বারই তার সমীপে বিলিয়েছে বটে, তথাপি মনে তাদের এই ভীতিই বিরাজ করে যে তারা এখনও কিছুই করে উঠতে পারে নাই।

তারপর হুযূর বলেন, এ সেই মাপকাঠি যা কিনা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। এখন পাকিস্তানের জামা'ত কি এই মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হচ্ছে না? কত অজস্র গালিগালাজ, যা রাতদিন তাদের দেয়া হচ্ছে! কতই না দুঃখ-কষ্টে তাদেরকে জর্জরিত করা হচ্ছে। কতই না বেদনাদায়ক পরীক্ষা গুলিতে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে! তা সত্বেও খোদা সাক্ষী রয়েছেন যে, তারা সম্পর্কচ্ছেদ করে নাই, বরং তাদের সে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে চলেছে। এরূপ প্রিয় জামা'ত সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যদি নিজের সাক্ষাৎ পর্যবেক্ষনের প্রেক্ষিতে এ কথা বলে যে, তারা বড়ই অ-মুত্তাকী, খোদা থেকে বহু দূর-পরাহত জালিম, নৃসংশ-রক্তপাতকারী এবং কপট ও মুনাফিক, তাহ'লে দুনিয়ার বুকে আপনারা সত্যের কোন নিদর্শনই দেখিতে পাবেন না।

(রাবওয়া থেকে প্রকাশিত মাসিক আনসারুল্লাহ-এর মে ৮৭ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত)।

অনুবাদ ঃ মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

"তোমরা যদি চাহ যে স্বর্গে ফিরিশ্‌তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে, নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহতায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া আর সম্ভব নয়।" (কিশতিয়ে-নূহ)

—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

খতমে নবুওয়াত ও আহমদীয়া জামা'ত ঃ একটি চ্যালেঞ্জের জবাব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুধী পাঠক মণ্ডলী, এখন আমরা মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব তাঁর পুস্তকে "খাতামান্নাবীয়ীন" এর অর্থ 'নবীগণের সমাপ্তকারী' বা 'শেষ নবী' করতে গিয়ে যে সকল দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, সেগুলো কতখানি যৌক্তিকতাপূর্ণ তা আমরা আরবী অভিধান, কুরআন করীম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদিস ও বুজুর্গানে দীনের রায়ের কষ্টি পাথরে যাচাই করে দেখব।

আরবী অভিধানে 'খাতাম' শব্দের অর্থ

'খাতামান্নাবীয়ীন' দুটি শব্দ দ্বারা গঠিত। প্রথমটি হলো 'খাতাম' এবং দ্বিতীয়টি হলো 'নাবীয়ীন'। কিন্তু মাওলানা মুফ্তী সাহেব আরবী অভিধানের আলোকে 'খাতামান্নাবীয়ীন' এর অর্থ করতে গিয়ে তাঁর 'খতমে নবুয়ত' পুস্তকের ৬৮ পৃষ্ঠায় একটি চিত্র তুলে ধরেন এবং 'খাতাম' শব্দটির পাশাপাশি 'খাতেম' শব্দটি আমদানী করেন। কেন তিনি 'খাতেম' শব্দটি আমদানী করেছেন, তার কারণ দর্শাতে গিয়ে তিনি তাঁর পুস্তকের ৬৭ পৃষ্ঠায় বলেন, "যে সমস্ত বুজুর্গ এই শব্দ হুযুর (সাঃ) হতে শুনেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ خَاتَمَ এ ت এর উপর জবর এর সাথে পড়েছেন। দুইজন কারী হামান ও আসেম ও خَاتَمَ এ ت এর উপর জবর এর সাথে পড়েছেন। তাঁদের ছাড়া অন্যান্য পাঠ বিশেষজ্ঞদের মতে প্রথম কিরায়াত অর্থাৎ خَاتَمَ এ ت এর নীচে জের দিয়ে পড়া উত্তম।"

অতঃপর মাওলানা সাহেব তাঁর চিত্রে দেখান যে, خَاتَمَ এ ت এর উপর জবর বা এর নীচে জের—যা দিয়েই পড়া হউক না কেন خَاتَمَ এর অর্থ হবে নাগীনা মোহর, আংটি, মোহর বা সীলের যে চিত্র কাগজের উপর অংকিত হয় ইত্যাদি। তিনি বলেন, خَاتَمَ এ ت এর নীচে জের দিয়ে পড়লে কেবলমাত্র এক স্থানে অর্থ করা হয় "কোন কিছু সমাপ্তকারী"। অতঃপর মাওলানা সাহেব বলেন, আরবী অভিধানে 'খাতাম' ও 'খাতেম' এর যে সকল অর্থ রয়েছে তার কোনটাই খাতামান্নাবীয়ীন আয়াতের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেবলমাত্র একটি অর্থই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য এবং তা হলো خَاتَمَ এ ت এর নীচে জের দিয়ে 'খাতেম' পড়লে যে অর্থ হয়, অর্থাৎ "কোন কিছু সমাপ্তকারী"! অতএব তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, খাতামান্নাবীয়ীনের অর্থ হলো নবীগণের সমাপ্তকারী বা সর্বশেষ নবী।

এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য অতি সংক্ষিপ্ত। মাওলানা সাহেব স্বীকার করেছেন যে, আরবী অভিধান অনুযায়ী 'খাতাম' ও 'খাতেম' শব্দ দুইটির সর্বত্রই অর্থ করা হয়েছে নাগীনা মোহর, আংটি, মোহর বা সীলের যে চিত্র কাগজের উপর অংকিত করা হয় ইত্যাদি। এ সকল অর্থ বাদ দিয়ে তিনি خَاتَمَ এ ت এর নীচে জের দিয়ে 'খাতেম' পড়ে "কোন কিছু "সমাপ্ত

কারী'' অর্থ গ্রহণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, খাতামান্নাবীয়ীনের অর্থ হলো নবীগণের সমাপ্তকারী বা সর্বশেষ নবী। 'খাতাম' ও 'খাতেম' এর অন্যান্য অর্থগুলো খাতামান্নাবীয়ীনে কেন প্রযোজ্য হবে না—তিনি তার কোন কারণ প্রদর্শন করেন নি। এতদ্ব্যতীত যদি 'খাতামান্নাবীয়ীন' না পড়ে 'খাতেমান্নাবীয়ীন' পড়াই উচিত, তাহ'লে শত শত বৎসর ধরে কোটি কোটি মুসলমান কেন 'খাতামান্নাবীয়ীন' পড়ে আসছেন, এবং আজো পড়ছেন? কেন মাওলানা সাহেব ও তাঁর অনুসারীগণ 'খাতামান্নাবীয়ীন' না পড়ে 'খাতেমান্নাবীয়ীন' পড়ার জন্য মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তুলছেন না? কেন তারা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন না যে, রাসূল আকরাম (সাঃ) এর সাহাবীগণ ও চৌদ্দশত বৎসর থেকে সকল ওলি আল্লাহ, বুজুর্গানে দীন এবং সাধারণ মুসলমানগণ ভুল করে 'খাতামান্নাবীয়ীন' পড়ে আসছেন; বস্তুতঃ এ যুগের তথাকথিত পাঠ বিশেষজ্ঞদের মতামতই সঠিক।

মাওলানা মুফতী সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী যদি ধরেও দেয়া যায় যে 'খাতামান্নাবীয়ীন' না পড়ে নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক, 'খাতেমান্নাবীয়ীন' পড়াই উত্তম এবং 'খাতেমান্নাবীয়ীনের' অর্থ নবীগণের মোহর বা নবীগণের আংটি না করে (যদিও আরবী অভিধানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'খাতেম' ও 'খাতাম' এর এ অর্থটাই করা হয়েছে এবং সে কথা মাওলানা সাহেবও চিত্রে দেখিয়েছেন) "নবীগণের সমাপ্তকারী" ধরে নেওয়া হয়, তাহলেও প্রশ্ন দাঁড়ায়, "নবীগণের সমাপ্তকারী" কথাটার অর্থ কি "সর্বশেষ নবী?" হযরত আকদাস মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) যদি নবীগণের সমাপ্তকারী হয়ে থাকেন, তাহলে এর অর্থ হবে যে তিনি অতীতের সকল নবীকে সমাপ্তি করেছেন বা শেষ করেছেন। প্রশ্ন দাঁড়ায়, তিনি কিভাবে নবীগণকে শেষ করেছেন? তিনি কি তাদেরকে দৈহিকভাবে নিহত করেছেন? এটা কি সম্ভব, না গ্রহণযোগ্য? যদি একথার অর্থ করা হয় যে, তিনি (সাঃ) অতীতের নবীগণের নবুওয়াত শেষ করে দিয়েছেন, অর্থাৎ তাঁদের নবুওয়াত রহিত করে দিয়েছেন, তাহলে সূরা আহ্‌যাবে 'খাতামান্নাবীয়ীন' এর মূলে 'খাতেমুন নবুওয়াতে' থাকা উচিত ছিল। সুতরাং আঁ-হযরত (সাঃ) কে কোনভাবেই নবীগণের সমাপ্তকারী বলা যায় না। নবীগণের সমাপ্তকারীর অর্থ কখনো 'সর্বশেষ নবী' হতে পারে না। কারণ অতীতের নবীগণের নবুওয়াতকে সমাপ্ত করা হলেও ভবিষ্যতে তো নবীর আগমন ঘটতে পারে।

'খাতাম' বা 'খাতেম' এর অভিধানগত অর্থ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আসুন,, এখন আমরা দেখি, 'খাতাম' শব্দটি কি কেবলমাত্র সূরা আহ্‌যাবের 'খাতামান্নাবীয়ীন-ই ব্যবহার করা হয়েছে, নাকি কুরআন করীমের অন্য কোন জায়গায়ও এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে? যদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা'হলে তা কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?

কুরআন করীমে 'খাতাম'-শব্দের ব্যবহার

সূরা আহ্‌যাবের আলোচ্য আয়াতের 'খাতাম' শব্দ ছাড়াও পবিত্র কুরআনে আরও ৭টি স্থানে 'খাতাম' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থসহ আয়াতগুলো নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

প্রথম :— ختم الله على قلوبهم

[অর্থ :—"আল্লাহ তাহাদিগের হৃদয়ের উপর (খাতামা) মোহর করে দিয়েছেন।"
(সূরা বাকারাহ্‌—১ম রুকু)]

দ্বিতীয় :— و ختم على قلوبكم

[অর্থ :—"তিনি (আল্লাহ্‌) তোমাদিগের অন্তরের উপর (খাতামা) মোহর করে দিয়েছেন।" (সূরা আন-'আম ৫ম রুকু)]

তৃতীয় :— و ختم على سمعه

[অর্থ :—"আল্লাহ্‌ তাহাদিগের কর্ণের উপর (খাতামা) মোহর করে দিয়েছেন।" (সূরা জাসিয়া—৩য় রুকু)]

চতুর্থ :— يختم على قلبك

[অর্থ :—"তিনিও তোমার হৃদয়ের উপর মোহর করে দিবেন।" (সূরা শুরা—৩য় রুকু]

পঞ্চম :— اليوم نختم على افواههم

[অর্থ :—"তাহাদিগের মুখের উপর (নোখতেম) মোহর করে দিব।" (সূরা ইয়াসীন — ৪র্থ রুকু)]

ষষ্ঠ ও সপ্তম :— يسقون من رحيق مختوم - ختامه مسك

[অর্থ :—"তাহাদিগকে মোহর করা পানীয় (মোখতুম) দেওয়া হবে ; উহার মোহর (খেতামোহু) কস্তুরীয়।" (সূরা তাতফিফ)]

উপরের সাতটি আয়াতেই 'খাতাম' শব্দের অর্থ মোহর ব্যতীত অন্য কিছু করা হয়নি এবং সদাসর্বদা আলেমগণ 'খাতাম' শব্দের অর্থ 'মোহর' করেই আসছেন। কেবলমাত্র 'খাতামান্নাবীয়ীন' এ এসেই 'খাতাম' শব্দের অর্থ কিভাবে 'শেষ' হয়? এতদব্যতীত পিকথল, পামার, রডওয়েল, সেল, মীরজা আবুল ফযল, ইউসুফ আলী সাহেব 'খাতামান্নাবীয়ীনের' ইংরেজী অনুবাদ করেছেন "Seal of the Prophets" অর্থাৎ "নবীগণের মোহর"। স্বয়ং আরব থেকে প্রকাশিত কুরআন করীমে 'খাতামান্নাবীয়ীনের' অনুবাদ করা হয়েছে "Seal of the Prophets" অর্থাৎ "নবীগণের মোহর"। তাহলে এখন দেখা প্রয়োজন মোহরের, অর্থ কি এবং ইহার তাৎপর্য কি?

ইনশাল্লাহ্‌ 'পাক্ষিক আহ্‌মদীর' পরবর্তী সংখ্যায় আমরা 'খাতাম' বা 'মোহরের' ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। (ক্রমশঃ)

—নাজির আহ্‌মদ ভূঁইয়া

(গত সংখ্যায় ভুলক্রমে এই ফিচারটি অনুবাদ হিসাবে ছাপা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে লেখাটি লেখকের স্বরচিত, অনুবাদ নয়। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।)

বিশ্বগ্রাসী অবক্ষয় ও প্রতিকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনার পটভূমি সৃষ্টির জন্য আরও কয়েক কিস্তিতে সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু বিষয়ে বক্তব্য রাখা অত্যাবশ্যক। এতে আশা করা যায় অবক্ষয়ের বাস্তব ঘটনা ও রূপ বিশ্লেষণ বিশেষ করে প্রতিকারের নীতি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে হবে না। বরং সহজেই পাঠকগণ বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন বলে আশা করি।)

মানুষের বৈশিষ্ট্য

জীব জগতে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের বৈশিষ্ট্য বলে শেষ করা যাবে না। আমাদের আলোচনা প্রধান কয়েকটিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রাণী মাত্রেরই কম বেশী প্রবৃত্তি (Instincts) থাকে। মানুষেরও তা আছে। তবে মানুষের প্রবৃত্তিসমূহকে শক্তি (Capacities) বলাই অধিকতর যুক্তি সংগত। এ দুটোর মধ্যে প্রধান ব্যবধান হলো প্রবৃত্তি 'জন্ম নির্দিষ্ট' যে 'জন্ম-বন্দী' অর্থাৎ চেষ্টা চরিত্র দ্বারা এতে তেমন কোন পরিবর্তন করা যায় না। শিক্ষা দীক্ষা অনুশীলন এ সবের স্থান এ ক্ষেত্রে খুবই ক্ষীণ। অপর দিকে শক্তি তথা মানুষের মেধার বিকাশের সীমা নির্দ্ধারণ করাই দুরূহ। শিক্ষা দীক্ষা গবেষণা অনুশীলন ইত্যাদি এখানে খুবই গুরুত্বহ। উদাহরণ নিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। বাবুই পাখীর বাসা, মৌমাছির মৌচাক নির্মাণে নৈপুণ্যের যতই পরিচয় থাকুকু না কেন এতে ক্রমবিকাশ বা বৈচিত্র নেই। সব দেশের সব যুগের বাবুই পাখীর বাসা বা মৌমাছির মৌচাক প্রায় একই ধরনে তৈরি হচ্ছে। কিন্তু মানুষের গৃহ নির্মাণের কথা বিবেচনা করলে অবাক হতে হয়। যে মানুষ গুহায় বসবাস দ্বারা জিন্দেগী শুরু করেছিলো আজ কত রংগের কত ঢংগের কত ছন্দের যত বাড়ী তৈরী করছে তা বলে শেষ করা যায় না। এও বলা যায় না যে গৃহ নির্মাণে মানুষ আর নতুন কোন কলা কৌশলের অধিকারী হবে না। খতিয়ে দেখলে মানুষের সব শক্তির বেলাতেই একথা বলা চলে। এর বিকাশের শুরু থাকলেও শেষ দেখা যায় না। অন্যান্য প্রণীর বেলায় শুরু ও শেষে তেমন কোন তফাৎ দেখা যায় না।

আমাদের আলোচনায় মানুষের যে সব শক্তি গুরুত্ব পাবে এর প্রধানগুলো হলো চিন্তা, সৃজনি ও ধ্বংস শক্তি। শিখা ও শিখাবার শক্তি তার ভাব ও ভাষা ইত্যাদি।

মানব জীবনের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আসা যাক। মনব জীবনে মহত্ব ও হীনত্বের সাথে স্বাধীনতার সংযুক্তি ঘটেছে। অনেকে যাকে রেশনালিটি (Rationality) ও এনিমেলিটি (Animality) বলে থাকেন এবং মতাদর্শ গ্রহণ বর্জন, প্রকাশ ও পালনের স্বাধীনতা। এ নিয়ে আলোচনা না বাড়ায়ে কয়েকটি বিষয় সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখের মাঝেই সীমিত রাখবো। মানুষের হীনত্ব তথা পশুত্বকে বৃথা সৃষ্টি করা হয় নি। ব্যবহারিক জীবনে আমরা পশুর শক্তিকে নানা কাজে লাগিয়ে উপকৃত হচ্ছি। তবে পশুদেরকে তাদের ইচ্ছার উপরে ছেড়ে না দিয়ে আমাদের নিয়ন্ত্রণে রেখে এবং ভাল ভাবে লালন-পালন করেই ফায়দা নিচ্ছি। তেমনি ভাবে আমাদের অভ্যন্তরের পশু শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত রেখেই ফায়দা নেওয়া হয় নেয়া যায়। পশুদেরকে দড়ি-দড়া, শিকল ইত্যাদি দ্বারা বাধা হয়। মানুষের অন্তরের পশুকে বিবেক যুক্তি আদর্শ, শুভেচ্ছা এসব দ্বারা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। বস্তুতঃ এ নিয়ন্ত্রণের সাথে মানুষের মহত্বের বিকাশ অঙ্গা অঙ্গি ভাবে জড়িত।

মানুষের বিবেকবুদ্ধি খাটানোর স্বাধীনতা আছে বলেই তাকে স্রষ্টার দরবারে হিসাব নিকাশ তথা বিচারের সম্মুখিন হতে হবে। অন্যান্য প্রাণীর অনুরূপ স্বাধীনতা নেই বলেই হয়তো তারা হিসাব নিকাশ হতে মুক্ত। ইহা আল্লাহ্‌র চিরাচারিত সুন্নত—যখনই মানব জীবনে হীনত্ব প্রাধান্য লাভ করেছে এবং সমাজ জীবন অত্যাচার উৎপীড়নে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অবক্ষয়ের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে এবং আদম সন্তান মুক্তির পথ পেতে ব্যর্থ হয়েছে তখনই আল্লাহ্‌ তাঁর প্রিয়তম সৃষ্টিকে চরম অবক্ষয় হতে উদ্ধার করার জন্য নবী প্রেরণ করেছেন। নবীগণের আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষকে 'পবিত্র করা'। অর্থাৎ মানুষের বিবেক বুদ্ধি আচার আচরণ যা হীনত্বের চাপে পড়ে মৃত প্রায় হয়ে পড়ে ওসবকে উজ্জীবিত করে তাকে মহত্বের মহীমায় উদ্ভাসিত ও পূনর্বাসিত করা। 'পবিত্রকরণ প্রক্রিয়াকে' সুষ্ঠু ভাবে সমাধা করা। প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য কিতাব (শরীয়ত বা জীবন বিধান) ও হিকমত অর্থাৎ ব্যাবহারীক নিয়ম কানুন তথা কলা-কৌশলাদী তাঁরা শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

এ সম্বন্ধে যে কয়টি বিষয় গুরুত্বসহ উপলব্ধি করতে হবে তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান হলো নবী রাসূলগণের জীবনের অনন্য-সাধারণ পবিত্রতা ও ব্যক্তিত্বের পরশেই মানুষ পবিত্র হয়। শরীয়ত এতে সহায়কের কাজ করে থাকে। কোন শরীয়ত এমনকি পুর্ণ শরীয়তেও (ইসলামী শরীয়ত) এমন কোন গ্যারান্টি নেই যে, মুসলমানদের কখনও অধপতন হবে না। কুরআন এর অনুসারীদেরকে বার বার সাবধান করে দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি বরং দো'আও শিক্ষা দিয়েছে যাতে পতন হতে বাঁচতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা শরীয়তের পুর্ণতা নিয়ে যতই গর্ব করুক না কেন, পতনকে রোধ করতে পারেনি। মুসলমানদের চরম অধপতন অকাট্য ভাবে প্রমাণ করে যে, পবিত্রকরণ কাজকে পুনর্জীবিত করার জন্য ইসলামী শরীয়তের অধীনে নবীর আগমন অত্যাবশ্যক। যেমন পূর্বেও কোন কোন শরীয়তের অধীনে একাধিক নবীগণের আগমন হয়েছে। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর শুভাগমণের মধ্যেও নবী আগমণের ভবিষদ্বাণী রয়েছে। অন্যান্য যুক্তি বাদ দিয়েও এবং কুরআন পাকে আল্লাহ্‌ ও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পুর্ণ আনুগত্যে নবীর আগমনের স্পষ্ট কথায় না গিয়েও ইমাম মহদীর শব্দের পরে (আঃ) উচ্চারণও তার নবী হওয়ার সুস্পষ্ট ইংগিত বহণ করে। বস্তুত; হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন নবী হিসাবেই হয়েছে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ কর্তৃক নবীর মর্যাদায় ভুষিত হয়েছেন। এ নবুওয়াত কোন সতন্ত্র নবুয়ত নয়। রাসূল করীম সাঃ এর নবুয়তেরই প্রতিচ্ছায়া মাত্র। দুনিয়াতে এক লাখ বা দুই লাখ চব্বিশ হাজার বার নবীর আগমনের 'প্রদর্শন' তথা 'ডেমোনেষ্ট্রেশন' হওয়া সত্বেও মানুষ কোন নবীকেই বিনা বিরোধিতায় মেনে নেয়নি। তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহা উৎকর্ষের দিনেও এর কোন ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে না। চরম বিরোধিতার সাগর পাড়ি দিয়েই নবীর জামাত এগিয়ে যায়। এখনও তাই হচ্ছে। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আহ্‌মদীয়া জামা'ত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শ দ্বারা বিশ্বময় পবিত্রকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়নে সামগ্রিক প্রয়াস চালাচ্ছে। ইহাই অবক্ষয় মোচনের পথ। সূরা আলার ১৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন 'ক্বাদ আফলাহা মান তাযাক্কা'—নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে পবিত্রতা অর্জন করে। (ক্রমশঃ)

—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশন্যাল আমীর বাঃ আঃ আঃ

একটি প্রশ্নের উত্তর

পাক্ষিক আহ্‌মদীর একজন অ-আহ্‌মদী পাঠক প্রশ্ন করেছেন যে আলেমগণ ফতোয়া দিয়েছেন—ফটো তোলা শরীয়ত বিরোধী কাজ, তাহলে মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ) ফটো তুলিয়ে কেন শরীয়ত বিরোধী কাজ করলেন?

উত্তর ঃ

(১) পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তা'লা নিজেকে المصور অর্থাৎ, ছবি অঙ্কনকারী বলেছেন, —(সূরা হাশর-৬ রুকূ) هو الخالق البارئ المصور তিনি একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আদিস্রষ্টা, সর্বোত্তম ছবি অঙ্কনকারী (আকৃতিদাতা) আলেমগণের উক্ত ফতওয়া অনুসারে ছবি অংকন কি দোষনীয় হয় তাহলে এই আয়াত অনুযায়ী (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্‌তা'লার উপর অপবাদ আসে, কেননা তিনি ছবি অঙ্কনকারী!

(২) কুরআন শরীফে হযরত সোলেমান (আঃ)-এর মহলের কথা এই ভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

يعملون له ما يشاء من محاريب و جفان كالجواب و قدور راسيات ط اعملوا ال داود شكرا (সূরা সাবা-২ রুকূ)

অর্থাৎ, সে (সোলায়মান) যাহা চাহিত তাঁহারা তাহার জন্য উহাই নির্মাণ করিত যথা—ইবাদতখানা সমূহ, ঢালাই করা মূর্তি, ছবি সমূহ, পুকুর সদৃশ গামলা সমূহ এবং সদা (চুল্লিতে) রাখা বড় বড় দেগ সমূহ। এই আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা ছবিগুলিকে আলে দাউদের জন্য নে'মত বলে গণ্য করেছেন।

(৩) এই ভাবে সূরা বাকারা রুকূ (৩৩) এ আছে ;

ان يا تيكم التا بوت فيه سكينة من ربكم

অর্থাৎ "তাবুতে সাকিনা" একটি বাক্স যাহার মধ্যে সকল নবীদের ফটো রাখা ছিল।
(তফছিরে কাদির, তফছিরে হসেইনি প্রথম খণ্ড ৭২ পৃষ্ঠা)

(৪) বিজ্ঞানের শত শত আবিষ্কার হতে আমরা ফায়দা উঠাচ্ছি সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের এরূপ লাভ জনক আবিষ্কার দ্বারা উপকৃত হতে ক্ষতি কি?

(৫) যদি ফটো তোলা হারাম হয়ে থাকে তাহলে এই যুগে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে হলে পাসপোর্টের প্রয়োজন, পাসপোর্টে ছবির প্রয়োজন, হজ্বে যেতে গেলেও ছবির প্রয়োজন, এক্ষেত্রে কি করবেন?

(৬) বই পুস্তক যা থেকে আমরা জ্ঞান অর্জন করি, তাহ'লে ওগুলো কি হারাম—কারণ ওগুলোতে ছবি থাকে'? তদপুরি আল-আজহার ইউনিভার্সিটির মুফতি. ওলেমা এবং বিভিন্ন ধর্মনেতাগণ এবং আমাদের দেশের খেলাফত আন্দোলনের নেতা হাফেজজী

হুজুরের ছবি আমরা আমাদের দেশের পত্র পত্রিকায় দেখেছি। তখন ঐ সকল মুফতি ও ওলেমাগগ কোন প্রতিবাদ করেননি, মির্যা সাহেবের জন্য অপবাদ কেন?

(৭) ছবি যদি হারাম হয়ে থাকে তাহলে পকেটে না পয়সা রাখা যাবে, না টাকা কেননা এতে ছবি আছে।

(৮) হযরত মির্যা সাহেব নিজেই এই অপবাদের উত্তর "বারাহীনে আহ্‌মদীয়ার" পঞ্চম খণ্ড ১৯৩ পৃষ্ঠায় দিয়েছেন। উত্তরটি নিম্নে দেয়া হলো :—

"আমি এ ব্যাপারে ঘোর বিরোধিতা করি যে কেহ আমার ফটো তুলে সে ফটোগুলোকে মূর্তির ন্যায় পূজা করুক, আমার চেয়ে এর ঘোর বিরোধী কে হবে? কিন্তু আমি দেখছি যে ইউরোপবাসীরা আজকাল বইয়ের সাথে লেখকেরও ছবি দেখতে চায়। ইউরোপ আজকাল আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক উন্নতি লাভ করেছে এবং এ জ্ঞান দ্বারা ছবি দেখে, কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী তা তারা বলে দেয়। আমার থেকে অনেক দূরে থাকার দরুন তারা আমার ছবি দেখে সত্যকে যাচাই করতে চায়, ইউরোপ আমেরিকা হতে এরূপ অনেক চিঠি এসেছে যে, তারা আমার ফটো দেখেছে এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা যাচাই করে নিশ্চিত হতে পেরেছে যে এ রকম ছবি মিথ্যাবাদীর হতে পারে না। আমার মতে ছবি তোলা হারাম কাজ নয়। কুরআন শরীফে আছে যে জ্বীন সম্প্রদায় হযরত সোলেমান (আঃ) এর জন্য ছবি বানাতো..... হযরত রাসূল করীম (সাঃ) কে জিবরাইল (আঃ) একটি রেশমী রোমালে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ছবি দেখিয়েছেন। ক্যামেরা রাসূল করীম (সাঃ) এর যামানায় আবিষ্কৃত হয়নি। আজকাল এর ব্যবহার অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে এবং এর দ্বারা অনেক জ্ঞান অর্জন করা হচ্ছে।"

আসলে হাদিসে যে كل مصور فى النار বলা হয়েছে ইহার প্রকৃত অর্থ না জানার কারণে এ রকম ফতওয়া দেয়া হয়েছে। এই হাদিছের অর্থ হলো 'পূজা করার উদ্দেশ্যে ছবি বা মূর্তি বানানো', কেননা তা দোযখের দিকে নিয়ে যায়।

—মাওলানা সালেহ্ আহ্‌মদ, সদর মুরুব্বী

"সেই ব্যক্তি বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত, পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন; বরং তিনি তাঁহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা এখনও করিবেন।" ['আয়াদের শিক্ষা' ৯৭ পৃঃ] —হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

ছোটদের পাতা

প্রঃ ফিরিশ্‌তা কি ?

উঃ ফিরিশ্‌তা আধ্যাত্মিক জগতের বাসিন্দা। তাঁরা আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করেন। তাঁদের প্রত্যেককে আল্লাহ্‌তা'লা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রেখেছেন

প্রঃ কয়েকজন ফিরিশ্‌তার নাম কর ?

উঃ জীবরিল, মিকাইল, ইস্রাফীল এবং আযরাঈল তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

প্রঃ উত্থান দিবস এবং বিচার দিবস সম্বন্ধে তুমি কি জান ?

উঃ উত্থান দিবসে সকল মানুষকে আল্লাহ্‌ উত্থিত করবেন এবং নতুন জীবন দান করবেন। তিনি তখন তাদের 'আম্‌লের অর্থাৎ দুনিয়ায় যে কাজ করেছেন তার বিচার করবেন যারা ভাল আমল করেছেন তারা জান্নাতে যাবেন এবং যারা মন্দ কাজে লিপ্ত থেকে জীবনটাকে অতিবাহিত করেছেন তারা জাহান্নামে যাবেন।

প্রঃ একজন লোক জান্নাতে বা জাহান্নামে কতক্ষণ অবস্থান করবেন ?

উঃ জান্নাত চিরস্থায়ী, কিন্তু জাহান্নাম অস্থায়ী বাসস্থান, যেখানে মানুষকে তার আধ্যাত্মিক ব্যাধি নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রাখা হবে।

প্রঃ গুনাহ্‌ দ্বারা তুমি কি বুঝ ?

উঃ আল্লাহ্‌তা'লার যে কোন আদেশের অবাধ্যতাই গুনাহ্‌।

প্রঃ মানুষ কি পাপী বা গুনাহ্‌গার হয়ে জন্মগ্রহণ করে ?

উঃ না, প্রত্যেক শিশু নিষ্পাপ অবস্থায় এই দুনিয়ায় আগমন করে।

প্রঃ আল্লাহ্‌র নবী-রাসূলগণ কি গুনাহ্‌ করেন ?

উঃ না কখনও নহে, তাঁহারা সবাই মাসুম বা নিষ্পাপ।

প্রঃ কোন নবী কি খোদা হওয়ার দাবী করেছিলেন ?

উঃ না, কোন নবীই খোদা হওয়ার দাবী করেন নাই। খোদার রাসূল এবং বান্দা হওয়া ছাড়াও তাঁরা মানুষ ছিলেন।

উপস্থাপনায় : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ইউ নাই টেড চা মানেই ভাল চা

UNITED TEA COMPANY DHAKA

ইউনাইটেড টি কোং

ইউনাইটেড চা স্বাদে, গন্ধে ও তৃপ্তিতে অতুলনীয়
বাগানের সেরা চায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠান

১০৩, দক্ষিণ মুগদাপাড়া, ঢাকা-১৪

সংবাদ ঃ

জরুরী সার্কুলার

আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবান,

আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

অতীব দুঃখের সহিত আপনাদিগকে জানান যাইতেছে যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলাই বন্যা কবলিত যাহার জন্য স্থানীয় লোকজন অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হইয়াছে। অনেকেই ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া নিকটস্থ আশ্রয় কেন্দ্রে পরিবার পরিজন নিয়া অতি কষ্টে জীবন-যাপন করিতেছে। বন্যা কবলিত জেলাগুলিতে আহ্‌মদীরাও একই অবস্থায় দিন গুজরান করিতেছে। তাদের জন্য দোয়া ও গভীর সমবেদনা রহিল। ক্ষতিগ্রস্ত আহ্‌মদী পরিবারের ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ অতিসত্বর পাঠাইবেন।

এমতাবস্থায় আমাদের সকলকে যে যাহা পারেন সাহায্য নিয়া আগাইয়া আসা উচিত। খাদ্য, বস্ত্র, টাকা, পুরানো বস্ত্র এবং তৈজসপত্র সামর্থ অনুযায়ী অনতিবিলম্বে সাহায্য সামগ্রী বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ায় পাঠাইবেন অথবা নিকটবর্তী বন্যা কবলিত জামাত সমূহে নিজেদের তত্ত্বধানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে উহা বিতরণ করিবেন।

বাংলাদেশ আঃ আঃ-এর তরফ হইতে উপদ্রুত এলাকায় সাহায্য বিতরণের জন্য খোদ্দাম-দিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া পাঠানো হইতেছে। আপনারা এই ব্যাপারে তাহাদের সাথে পূর্ণ সহযোগীতা করিবেন। এই বিষয়ে পৃথক কোন পত্র দেওয়া হইবে না।
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী বরাবর বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠাইবেন।

ওয়াসসালাম

খাকসার—
মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফজলে আগামী ২৩, ২৪ ও ২৫শে অক্টোবর '৮৭ শুক্র, শনি ও রবিবার এ মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া, বাংলাদেশের তিন দিন ব্যাপী ১৬তম বাৎসরিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাআল্লাহ!

এ প্রসংগে সর্বশেষ উল্লেখ্য—চলতি ৮৬-৮৭ অর্থ বর্ষের মজলিস ও ইজতেমার চাঁদা আদায় করতঃ অতি সত্বর কেন্দ্রে প্রেরণের জন্য এবং আগামী ৮৭-৮৮ অর্থ বর্ষের বাজেট ও তজনীদ রিপোর্ট যথাযথভাবে প্রস্তুত করে ইজতেমায় যোগদান কালে সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য স্থানীয় মজলিসের সকল কায়েদ সাহেবকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। ইজতেমার পূর্ণ কামিয়াবীর জন্য সকলের নিকট খাস দো'আর আবেদন রহিল। খাকসার—

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী
ন্যাশনাল কায়েদ
বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া

بسم الله الرحمن الرحيم

জামাতের আমীর ও প্রেসিডেন্ট সাহেবানের প্রতি—

আসসালামু আলাইকুম,

জামাতের সকল সদস্য-সদস্যাগণের জন্য তালীম তরবীয়তের গুরুত্ব অপরিসীম, এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে :—

প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে বর্তমানে জামাতের পুরুষ মহিলা, ছেলে-মেয়ে প্রত্যেককে বয়েতের দশটি শর্ত সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল করিতে এবং উহা মুখস্থ করিতে উৎসাহিত করিতে হইবে।

আপনি আপনার এলাকার সদর মুরুব্বী, মোয়াল্লীম সাহেবানের সহযোগীতায় এই প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত করিবেন। কোন সদস্য-সদস্যা লেখা-পড়া না জানিলে তাহাকে শর্তগুলি পড়িয়া শুনাইতে হইবে। মোট কথা, কেহই যেন এই প্রোগ্রামের আওতার বাহিরে না থাকে।

উক্ত প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য আগামী ৩০/৯/৮৭ ইং পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হইল।

কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে ৭/৯/৮৭ তারিখের মধ্যে লিখিতভাবে আমাকে অবহিত করিতে এবং ৩/১০/৮৭ তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করিতে আপনাকে অনুরোধ করা হইতেছে।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলের হাফেয ও নাসের হউন। আমীন। ওয়াসসালাম

খাকসার—

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

ন্যাশনাল আমীর

বাঃ আঃ আঃ

বন্যাদুর্গতদের জন্য বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার রিলিফ টিম প্রেরন ঃ

গত ৭ই আগষ্ট ও ১২ই আগষ্ট ১৯৮৭ইং তারিখে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া জামালপুর, রংপুর, গাইবান্ধা ও পঞ্চগড় জিলায় দুইটি পৃথক রিলিফ টিম প্রেরণ করে। বন্যা দুর্গত এলকায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য, পুরাতন কাপড় এবং নগদ ১০,০০০/= (দশ হাজার টাকা) টাকা বিতরণ করা হয়।

গত ৭ই আগষ্ট শুক্রবার জনাব তাছাদ্দুক হোসেন সাহেবের নেতৃত্বে পাঁচ জন খাদেমের একটি রিলিফ টিম জামালপুর জিলার সরিষাবাড়ী উপজিলায় গমন করে। সেখানে লঙ্গর-খানার খাদ্য দ্রব্য পাক করে নৌকা যোগে চর সরিষাবাড়ী ও চর মালীপাড়ার প্রায় দশ মাইল বন্যা দুর্গত এলাকার তিন শত পরিবারের ক্ষতিগ্রস্থ জনসাধারণের মধ্যে প্যাকেটে করে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হয়।

গত ১২ই আগষ্ট হতে ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত অন্য একটি রিলিফ টিম জনাব রফিকুল ইসলাম সাহেবের নেতৃত্বে পঞ্চগড়, রংপুর ও গাইবান্ধা জিলার বন্যা কবলিত বিভিন্ন এলাকায় গমন করে। উক্ত জিলার দুস্থ মহিলা, পুরুষ ও ছেলেমেয়েদেরকে কাপড় ও নগদ টাকা সাহায্য হিসাবে বিতরণ করে। রিলিফ নিবার জন্য শত শত পরিবার আমাদের অস্থায়ী ক্যাম্পে ভীর করে। খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সদস্যরা বন্যার্তদের ঘর বাড়ী সাময়িক ভাবে মেরামত করার কাজে সহযোগীতা করে।

উল্লেখ্য যে, অতিসত্বর আরও কয়েকটি রিলিফ টিম বাংলাদেশের বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ও ক্ষতিগ্রস্থ জনগণকে আর্থিক ও কায়ীক সাহায্য করিবার জন্য প্রেরণ করা হবে, ইন্‌শাআল্লাহ্‌।

নাসেরাবাদ (কুষ্টিয়া) মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার দা'য়ী ইলাল্লাহ্‌ কর্মসূচী পালন ঃ

গত ৭ই জুলাই ১৯৮৭ তারিখে নাসিরাবাদ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে এক বিরাট তবলিগী প্রোগ্রাম (দায়ী ইলাল্লাহ্‌ কর্মসূচী) পালন করা হয়। উক্ত প্রোগ্রামের স্থান ছিল তিনটি ইউনিয়নের দুইটি হাই স্কুল, ৩টি প্রাইমারী স্কুল এবং একটি জনবহুল বাজার খাদেমরা সাইকেল যোগে ১০ মাইল অতিক্রম করে উক্ত স্থান গুলিতে উপস্থিত হন। জামাতী বই ও ফোল্ডার বিতরণ করার সময় সতস্ফুর্ত ভাবে সকলে এগিয়ে আসে এবং মনযোগ সহকারে পুস্তক ও লিফ্‌লেট গুলি নিয়ে যান। উক্ত স্কুল গুলির শিক্ষকবৃন্দকেও একটি করে বই এর সেট প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য যে এই তবলীগি কর্মসূচীর ফলে উপরুক্ত এলাকায় বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

লণ্ডন আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা সমাপ্ত

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফজলে গত ৩১শে জুলাই হতে ২রা আগষ্ট পর্যন্ত লণ্ডন আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার সালানা জলসা অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। (আল-হামদুলিল্লাহ্‌) প্রথম দিন শুক্রবার বাদ জুম'আ উক্ত মহতি জলসার শুভ উদ্বোধন করেন। আহ্‌মদীয়া জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)। বাংলাদেশ থেকে সর্বজনাব খলিলুর রহমান সাহেব, গোলাম আহমদ খান সাহেব এ, টি, এম হক সাহেব, নজীর আহমদ সাহেব, মিসেস নজীর আহমদ, মিসেস গোলাম আহমদ খান ও এটি এম অলি আহমদ সাহেব প্রমুখ ভ্রাতা জলসায় যোগদান করেন।

বিস্তারিত রিপোর্ট পরবর্তি সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

দো'আর আবেদন

জামালপুর (হবিগঞ্জ) থেকে ডাঃ মোহাম্মদ বশির আহমদ চৌধুরী সাহেব জানা-চ্ছেন। তিনি আসছে ২৪-৮-৮৭ তারিখে পুনরায় ঢাকা সোহরওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি

হবেন এবং ২৬শে আগষ্ট উনার হৃদযন্ত্রে কার্ডিও কেথিটার করা হবে। সকল ভ্রাতাও ভগ্নিগণকে খাসভাবে দো'আ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছেন।

২। বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার খাদেম জনাব নায়েব আলী ভুঁইয়াকে আল্লাহ্‌-তা'লা গত ৫-৮-৮৭ তারিখ বুধবার বেলা ১২-৩০ মিঃ এর সময় একটি পুত্র সন্তান দান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। বর্তমানে এই শিশু সন্তানটি জণ্ডিস রোগে ভুগছে। নবজাত শিশুর আশু রোগ মুক্তি সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং ভবিষ্যত দ্বীনের প্রকৃত খাদেম হওয়ার জন্য খাসভাবে দো'আ করার অনুরোধ করেছেন। জনাব নায়েব আলী ভুঁইয়া শুকরিয়া বাবদ আহ্‌মদী প্রকাশনা খাতে ৫০/ পঞ্চাশ টাকা অনুদান পেশ করিয়াছেন। জাযাকুমুল্লাহ। জনাব ন্যাশনাল আমীর সাহেব নবজাতকের নাম মোহাম্ম ইদ্রিস আলী রাখিয়াছেন।

৩। পুরুলিয়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মোখালেফাতের পর থেকে আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি।

অতএব জামাতের সকল ভাইদের নিকট আমার এবং আমার পরিবারের সকলের জন্য বিশেষ ভাবে দো'আর আবেদন জানাইতেছি। এবং পুরুলিয়া আঞ্জুমানের নবদীক্ষিত ১২ জন আহমদী ভাইদের ঈমানের মজবুতির জন্য খাস ভাবে দো'আর আবেদন করিতেছি।

খাকসারর—হোসেন আহমদ, মোয়াল্লেম

শুভ বিবাহ

গত ১০ই জুলাই ১৯৮৭ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমু'আ ঢাকাস্থ মনিপুরি পাড়া রোড নিবাসী জনাব ভিজির আলী সাহেবের একমাত্র পুত্র জনাব আহমদ মাসুদের সহিত দিনাজপুর শহরস্থ গৌর গোলা নিবাসী মরহুম জনাব মোহাম্মদ ছানাউল্লা সাহেবের চতুর্থ কন্যা সামশাদ বেগমের সহিত (৫০০০৫) টাকা মোহরানা সাব্যস্তে বিবাহের এলান হয়। বিবাহ পড়ান জনাব মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব সদর মুরুব্বী।

এ বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভাই বোনদের খেদমতে দো'আর আবেদন করা যাইতেছে।

শোক সংবাদ

১। সুন্দরবন জামাতের প্রবীন আহমদী জনাব মৌঃ আকবর আলী মোল্লা সাহেব গত ২রা আগষ্ট রবিবার সকাল সাড়ে সাত ঘটিকায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে···রাজেউন। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৭৩ বৎসর। তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, এক মেয়ে ও বহু আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। তার রুহের মাগফিরাত এবং দারাজাতে বোলন্দির জন্য দো'আর আবেদন রহিল।

২। মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব জানাচ্ছেন তাহার খালা-আম্মা মোহতারমা যরিনা খাতুন গত ৩১-৭-৮৭ইং রোজ শুক্রবার দিনগত ৮-৩০ মিঃ অকস্মাৎ ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে · ···রাজেউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৬৫ বৎসর। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি এক জন নেক্ মহিলা ছিলেন। তাঁর রুহের মাগফিরাত এবং রুহের দারা-জাতের বুলন্দির জন্য দো'আর আবেদন করা হচ্ছে।

—(মোহাম্মদ আব্দুল হাদী)

15th August 1987 আহ্‌মদী রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন —
অর্থাৎ সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনিঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫
সম্পাদকঃ এ, এইচ, মোহাম্মদ আলী আনওয়ার

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya. 4, Bakshibazar Road, Dhaka- 1211
Phone No. 501379, 502295
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.